সূচীপত্র

দিন	পাঠ বিষয়	পৃষ্ঠা
	প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য	২
১ম	পরিচয় বিনিময় / ট্রেড সম্পর্কে আলোচনা	৩
২য়	ইন্টেরিয়র ডিজাইন পরিচিতি	৩
৩য়	ইন্টেরিয়র ডিজাইন শিক্ষা বা ট্রেডের উদ্দেশ্য	৩
৪র্থ	এক্সটেরিয়র ডিজাইন পরিচিতি	৩
৫ম	নকশা বা ডিজাইন প্রণয়নের উপকরণসমূহ	৩
৬ষ্ঠ	ডিজাইনার ও ডেকোরেটরের পরিচিতি	৪
৭ম	ডিজাইনারের গুনাবলি	৪
৮ম	ইন্টেরিয়র ডিজাইন এর ক্ষেত্রসমূহ	৪
৯ম	আবাসস্থানের নকশা	৫
১০ম	বানিজ্যিক ভবনের/এলাকার নকশা	৫
১১ তম	অতিথিসেবামূলক স্থানের নকশা	৬
১২ তম	স্বাস্থসেবামূলক স্থানের নকশা	৬
১৩ তম	ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট পরিচিতি	৬
১৪ তম	শিল্প বা Art	৬
১৫ তম	নকশা তৈরী করার বিবেচ্য বিষয়	৬
১৬ তম	শিল্প উপাদান	৭
১৭ তম	রং (Color)	৭
১৮ তম	গঠন অনুযায়ী রঙের প্রকারভেদ	৭
১৯ তম	বর্ণচক্র	৭
২০ তম	উষ্ণ রং (Warm Color)	৭
২১ তম	শীতল রং (Cold Color)	৭
২২ তম	রঙের মনস্তাত্ত্বিক দিক	৭
২৩ তম	রেখা	৮
২৪ তম	আকার	৮
২৫ তম	বিন্দু	৮
২৬ তম	জমিন	৮
২৭ তম	শিল্প নীতি ও মিল	৯
২৮ তম	ভারসাম্য ও ভারসাম্যের প্রকার ভেদ	৯
২৯ তম	পরিচয় বিনিময় / ট্রেড সম্পর্কে আলোচনা	৯
৩০ তম	ইন্টেরিয়র ডিজাইন পরিচিতি	১০
৩১ তম	ইন্টেরিয়র ডিজাইন শিক্ষা বা ট্রেডের উদ্দেশ্য	১০
৩২ তম	এক্সটেরিয়র ডিজাইন পরিচিতি	১১
৩৩ তম	সমানুপাত	১১
৩৪ তম	ছন্দ	১২
৩৫ তম	প্রাধান্য	১২
৩৬ তম	পুষ্প-সজ্জা	১৩
৩৭ তম	পুষ্প-সজ্জার নিয়মাবলি	১৩
৩৮ তম	তাজা ফুলের শিল্পকর্ম (ইকেবানা)	১৩
৩৯ তম	ফ্লোর প্ল্যান	১৩
৪০ তম	ফ্লোর প্ল্যান এর বিবেচ্য বিষয়	১৪
৪১ তম	স্যানিটারি প্ল্যান	১৪
৪২ তম	ফার্নিচার প্ল্যান	১৫
৪৩ তম	আনুষাঙ্গিক বা এক্সেসরিস প্ল্যান	১৫
৪৪ তম	সাইট প্ল্যান	১৫
৪৫ তম	নকশা করার বিবেচ্য বিষয়সমূহ	১৫
৪৬ তম	নকশা করার বিবেচ্য বিষয়সমূহ	১৫
৪৭ তম	ইকেবানা তৈরীর বিভিন্ন পদ্ধতিসমূহ	১৬
৪৮ তম	Basic style- C & D	১৬
৪৯ তম	Upright Style	১৬
৫০ তম	Heavenly Style	১৬
৫১ তম	One Row Style	১৬
৫২ তম	ল্যান্ডস্কেপ	১৬
৫৩ তম	দেয়াল ঘেরা বাগান ল্যান্ডস্কেপ	১৭
৫৪ তম	গ্রামীন পরিবেশ ল্যান্ডস্কেপ	১৭
৫৫ তম	মরুভূমির সাথে সম্পর্কিত ল্যান্ডস্কেপ	১৭
৫৬ তম	কৃত্রিম জলাধার সম্পর্কিত ল্যান্ডস্কেপ	১৭
৫৭ তম	সর্বোচ্চ শ্রেনীর ল্যান্ডস্কেপ	১৭
৫৮ তম	আধুনিক ল্যান্ডস্কেপ	১৭
৫৯ তম	আসবাব ক্রয়ের বিবেচ্য বিষয়সমূহ	১৮
৬০ তম	আসবাব বিন্যাসের বিবেচ্য বিষয়সমূহ	১৮
৬১ তম	ইন্টেরিয়র ডিজাইনের আদর্শ মাপ	১৮
৬২ তম	আসবাবের আদর্শ মাপ	১৮
৬৩ তম	মিনিয়েচার	১৯
৬৪ তম	মিনিয়েচার	১৯
৬৫ তম	মিনিয়েচার মডেল তৈরী	১৯
৬৬ তম	মিনিয়েচার মডেল তৈরী	১৯
৬৭ তম	পাটের তৈরী পাখির বাসা	২০
৬৮ তম	পাটের তৈরী পাখির বাসা	২০
৬৯ তম	কর্কশীট ডেকোরেশন	২১
৭০ তম	বোতল ক্র্যাফটস	২১
৭১ তম	চটের ফুল	২১
৭২ তম	মোজার ফুল	২২
৭৩ তম	পলিথিনের ফুল	২২
৭৪ তম	গ্লাস পেইন্ট এবং ফোম শীটের ফুল	২২
৭৫ তম	টিস্যুর ফুল	২৩
৭৬ তম	আয়না	২৩
৭৭ তম	চটের টেবিল রানার ও ওয়াল হ্যাং	২৩
৭৮ তম	ডেকোরেশন কুশন কভার	২৪
৭৯ তম	পরীক্ষা (লিখিত)	২৪
৮০ তম	পরীক্ষা (ব্যবহারিক)	২৪

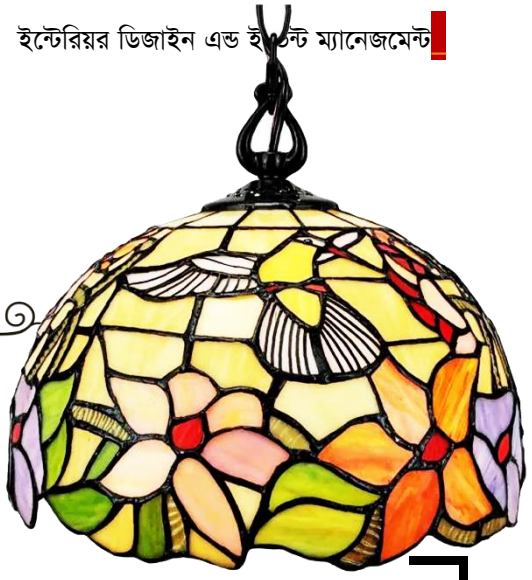

প্রশিক্ষণের
উদ্দেশ্য

কর্মহীন বেকার নারীদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের স্বাবলম্বী করে তোলা সম্ভব । এমনই একটি প্রশিক্ষণ হলো ইন্টেরিয়র ডিজাইন এন্ড ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট । যে সকল নারীরা ইন্টেরিয়র ডিজাইন অথবা ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সেক্টরে কাজ করতে ইচ্ছুক তাদের জন্য এই প্রশিক্ষণটি অত্যন্ত ফলপ্রসূ । বর্তমানে সারাবিশ্বে ইন্টেরিয়র ডিজাইন এন্ড ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে এই কোর্সটির গুরুত্ব অপরিসীম। একজন নারী এই প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর যেকোনো ধরনের ইন্টেরিয়র ডিজাইনিং ফার্মে অথবা ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানিতে যেমন তার ক্যারিয়ার শুরু করতে পারেন তেমনই একটি কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করে উদ্যোক্তা হিসেবেও তার ক্যারিয়ার শুরু করতে পারে। এভাবে সে তার নিজের সাথে সাথে তার পরিবারের উন্নতি সাধন করতে সক্ষম।

প্রশিক্ষণের
লক্ষ্য

১. ইন্টেরিয়র ডিজাইন এন্ড ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এই বিষয়ের উপর ব্যাপক দক্ষতা অর্জন করা।

২. কোর্স শেষে কর্মের মাধ্যমে উপার্জন করে পরিবারের পাশে দাঁড়ানো।

৩. প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজের আত্মবিশ্বাস অর্জন এবং তা বৃদ্ধি করা।

৪. এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীদের আত্মনির্ভরশীল হতে সাহায্য করা।

৫. প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়া।

৬. সমাজের মানুষের দৃষ্টি ভঙ্গিতে পরিবর্তন আনয়ন করা।

১ম দিন – **পরিচয় বিনিময় / ট্রেড সম্পর্কে আলোচনা** : এই ক্লাসে ট্রেইনার ও প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে পরিচয় বিনিময় হবে। ইন্টেরিয়র ডিজাইন এন্ড ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সাধারণ নারীরা যে কোন অভ্যন্তরীন নকশার মাধ্যমে 2D ও 3D অংকন করতে পারবে। এছাড়া ঘরোয়া ইভেন্ট থেকে শুরু করে যে কোন আউটডোর ইভেন্ট করার মতো দক্ষতা অর্জন করতে পারবে। ইন্টেরিয়র ডিজাইন এন্ড ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট ট্রেডের বিভিন্ন ব্যবহারিক শিক্ষার মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসা পরিচালনার মাধ্যমে মহিলারা স্বাবলম্বী হতে পারবে।

২য় দিন **ইন্টেরিয়র ডিজাইন (Interior Design) পরিচিতি:** যা কিছু সুন্দর, যা কিছু আরামদায়ক এবং যা কিছু আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটায় তাই শিল্প। বিজ্ঞান সম্মত এবং শৈল্পিক উপায়ে শিল্প উপাদান ও শিল্প নীতির যথাযথ প্রয়োগ করে অভ্যন্তরীন যে নকশা পরিকল্পনা করা হয় তাই ইন্টেরিয়র ডিজাইন। ইন্টেরিয়র ডিজাইন অর্থ অভ্যন্তরীণ নকশা। কিন্তু বর্তমানে এই অভ্যন্তরীণ নকশা শুধু বাসা-বাড়ির ক্ষেত্রেই নয়; অফিস, রাস্তাঘাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানা, শপিংমল, স্টেডিয়াম, হোটেল-মোটেল ও বিভিন্ন প্রদর্শনীয়মূলক এলাকায় ভূমিকা রাখে। মোট কথা ব্যবহারিক চাহিদা চিন্তা করে ইন্টেরিয়র ডিজাইন করা হয়ে থাকে।

৩য় দিন **ইন্টেরিয়র ডিজাইন শিক্ষা বা ট্রেডের উদ্দেশ্য :**

- ইন্টেরিয়র ডিজাইন শিক্ষার মাধ্যমে নারীরা হাতে কলমে জ্ঞান অর্জন করে এই অর্জিত জ্ঞানের মাধ্যমে নারীরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বি হতে পারে ।
- নতুন নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি হবে ফলে বহু মানুষের কর্মস্থান সৃষ্টি হবে।
- নারীরা পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্টীয় উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে ফলে সম্পদের সুষম বন্টন হবে।
- ইন্টেরিয়র ডিজাইন এন্ড ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট প্রশিক্ষনের মাধ্যমে নারীরা বিভিন্ন ব্যবহারিক হাতে কলমে শিক্ষা পায় ফলে তারা যে কোন কাজ করে নিজেকে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তুলতে পারে ।
- এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীদের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পায়।

৪র্থ দিন – **এক্সটেরিয়র ডিজাইন (Exterior Design) পরিচিতি:** বিজ্ঞান সম্মতভাবে শৈল্পিক উপায়ে শিল্প উপাদান ও শিল্প নীতির যথাযথ প্রয়োগ করে বাহ্যিক যে নকশা পরিকল্পনা করা হয় তাই এক্সটেরিয়র ডিজাইন। বর্তমানে এক্সটেরিয়র ডিজাইন বিভিন্ন বাড়ি বা অফিসের বাহ্যিক নকশা ও সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এছাড়া রাস্তা-ঘাট, পার্কসহ বাহ্যিক বিভিন্ন নকশায় এক্সটেরিয়র ডিজাইন এর ভূমিকা অপরিসীম। এয়ারপোর্ট এলাকা ও ঢাকা ইউনিভার্সিটি এলাকায় লক্ষ্য করলে আমরা এক্সটেরিয়র ডিজাইন এর প্রয়োগ বুঝতে পারি। এছাড়া ক্যান্টম্যান্ট এলাকায় এক্সটেরিয়র ডিজাইন এর প্রয়োগ ব্যপকভাবে দেখা যায়।

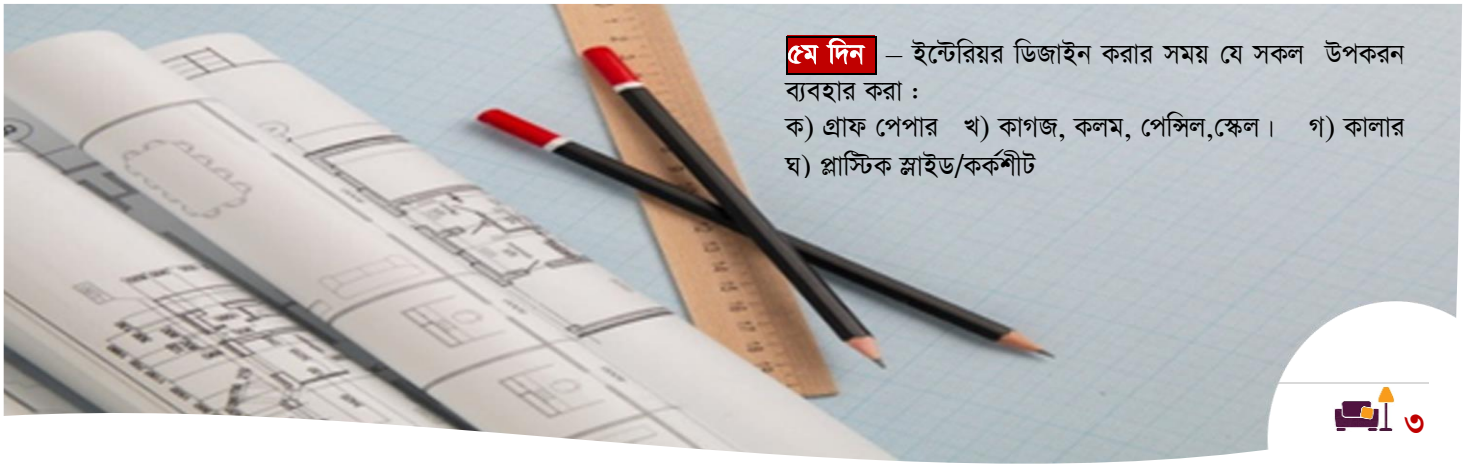

৫ম দিন – ইন্টেরিয়র ডিজাইন করার সময় যে সকল উপকরন ব্যবহার করা :

ক) গ্রাফ পেপার খ) কাগজ, কলম, পেন্সিল,স্কেল। গ) কালার

ঘ) প্লাস্টিক স্লাইড/কর্কশীট

৬ষ্ঠ দিন – **ডিজাইনার ও ডেকোরেটরের পরিচিতি :** যিনি নকশা পরিকল্পনা করেন তাকে ডিজাইনার বলা হয় আর যিনি পরিকল্পনা নকশার বাস্তব রুপ দেন তিনি হচ্ছেন ডেকোরেটর । একজন ডিজাইনার সাধারণতঃ শিক্ষিত, দক্ষ ও সকল কাজের সম্পর্কে জ্ঞান রাখে; অন্যদিকে একজন ডেকোরেটর একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে জ্ঞান রাখে। ডিজাইনার ইঞ্জিনিয়ারদের সাথে সরাসরি স ম্পৃক্ত থাকতে পারে । ডেকোরেটর ভিন্ন ভিন্ন কাজের দক্ষতা রাখেন যেমন : রাজমিস্ত্রি, টাইলস মিস্ত্রি, কাঠমিস্ত্রি, স্যানিটারী মিস্ত্রি । একজন ডিজাইনারের অবশ্যই সকল প্রযুক্তিগত জ্ঞান থাকতে হবে। আর ডেকোরেটর-এর নিজস্ব কাজে জ্ঞান থাকলেই হয় ।

একজন ইন্টেরিয়র ডিজাইনারকে সৃজলশীল ও শিক্ষিত হতে হবে আর ডেকোরেটর কম শিক্ষিত হলেও চলে ।
একজন ইন্টেরিয়র ডিজাইনার চাইলে ডেকোরেটর হতে পারে , আর ডেকোরেটর ডিজাইনার হতে পারে না কারন তার একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে জ্ঞান থাকে। একজন ভাল ডিজাইনার হতে হলে কাজের প্রতি দৃঢ় মনোভাব থাকতে হবে ।
আগ্রহ দক্ষতা ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান থাকতে হবে
এছাড়া ডিজাইনারকে সকল জায়গায় সমঝোতা করবে হবে সৃজনশীল হতে হবে এবং কাজ সহজ করে করার উপায় জানতে হবে ।

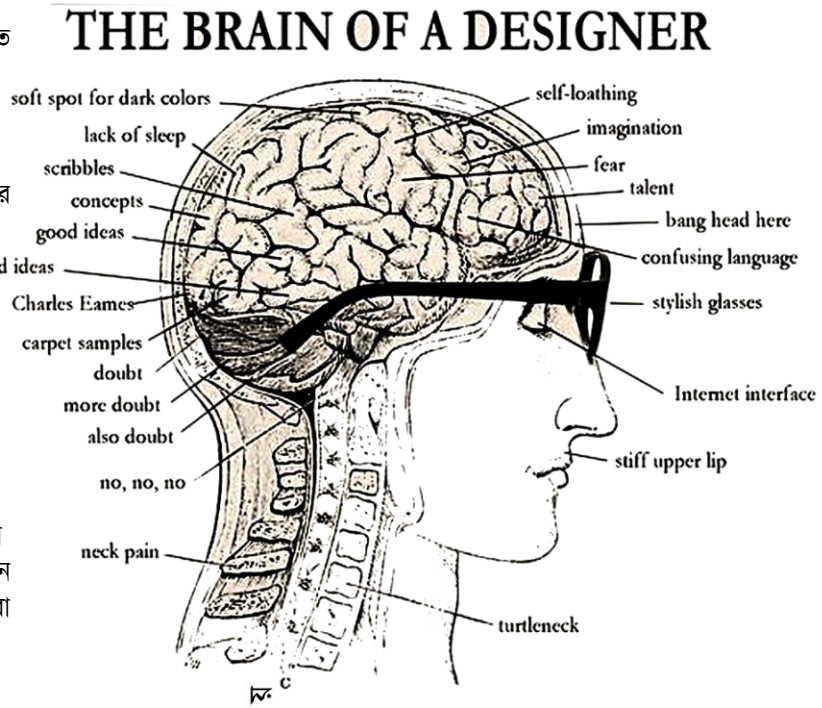

৭ম দিন – **ডিজাইনারের গুনাবলী :** একজন ভাল ডিজাইনার হতে হলে যে সকল গুন থাকা দরকার আমরা তা সম্পর্কে জানবো । যেমন :
১। কাজের প্রতি ভালোবাসা ২। কাজের প্রতি আগ্রহ ও নিষ্ঠা ৩। সৃজনশীলতা ৪। প্রযুক্তিগত দক্ষতা ইত্যাদি। একজন ডিজাইনার হতে হলে যে-সকল গুন থাকা দরকার, আমরা সেগুলো সম্পর্কে এই ক্লাসে জানাবো।

আ বা স স্থ লে

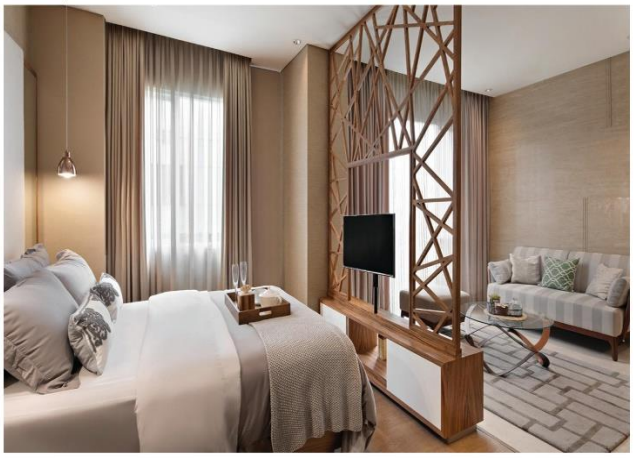

বা ণি জ্যি ক এ লা কা য়

অ তি থি আ প্যা য়ন সে বা এ লা কা য়

স্বা স্থ্য সে বা মূ ল ক এ লা কা য়

কো ন উ প ল ক্ষ বা ঘ ট না মূ ল ক এ লা কা য়

৮ম দিন – ইন্টেরিয়র ডিজাইন-এর ক্ষেত্রসমূহ : সাধারণভাবে আমরা ৫ টি ক্ষেত্রে ইন্টেরিয়র ডিজাইন করতে পারবো।

আবাসস্থলে	বাণিজ্যিক এলাকায়	অতিথি আপ্যায়ন সেবা এলাকায়	স্বাস্থ্য সেবা মূলক এলাকায়	কোন উপলক্ষ বা ঘটনামূলক এলাকায়।

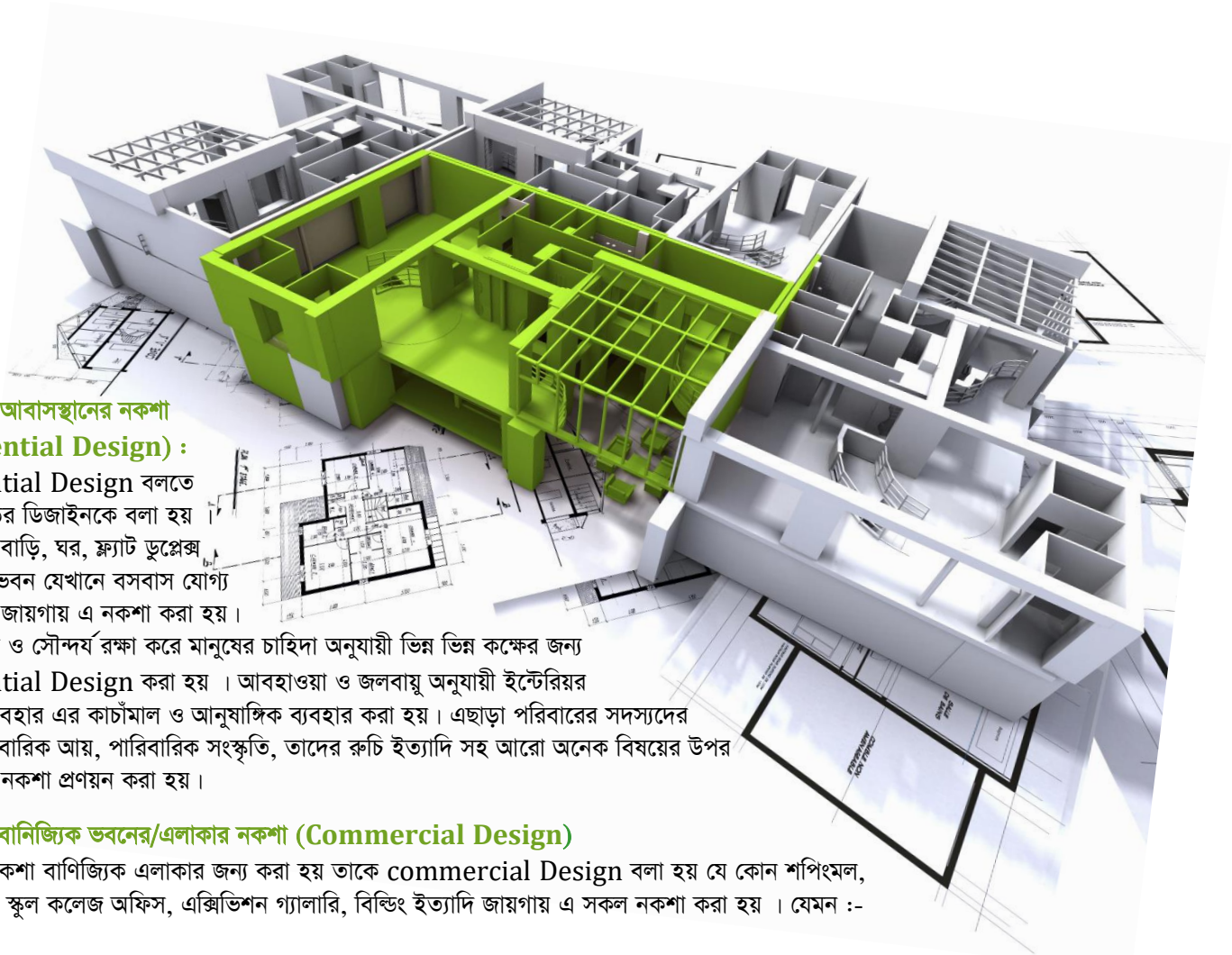

৯ম দিন – আবাসস্থানের নকশা (Residential Design) :

Residential Design বলতে বিভিন্ন বাড়ির ডিজাইনকে বলা হয় । সাধারনতঃ বাড়ি, ঘর, ফ্ল্যাট ডুপ্লেক্স বা বহুতল ভবন যেখানে বসবাস যোগ্য সেই সকল জায়গায় এ নকশা করা হয়। গোপনীয়তা ও সৌন্দর্য রক্ষা করে মানুষের চাহিদা অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন কক্ষের জন্য Residential Design করা হয় । আবহাওয়া ও জলবায়ু অনুযায়ী ইন্টেরিয়র ডিজাইন ব্যবহার এর কাচাঁমাল ও আনুষাঙ্গিক ব্যবহার করা হয়। এছাড়া পরিবারের সদস্যদের বয়স, পারিবারিক আয়, পারিবারিক সংস্কৃতি, তাদের রুচি ইত্যাদি সহ আরো অনেক বিষয়ের উপর নির্ভর করে নকশা প্রণয়ন করা হয়।

১০ দিন – বানিজ্যিক ভবনের/এলাকার নকশা (Commercial Design)

যে সকল নকশা বাণিজ্যিক এলাকার জন্য করা হয় তাকে commercial Design বলা হয় যে কোন শপিংমল, মিউজিয়াম, স্কুল কলেজ অফিস, এক্সিভিশন গ্যালারি, বিল্ডিং ইত্যাদি জায়গায় এ সকল নকশা করা হয় । যেমন :-

Retail-mall: শপিং সেন্টার, ডিপার্টমেন্টাল স্টল, বাজার ইত্যাদি
Corporate office : বেসরকারি অফিস, ব্যাংক ইত্যাদি
Institutional Building : সরকারি অফিস, আদালত, বিদ্যালয়, কলেজ ইত্যাদি
Industrial Facilities : উৎপাদন মূলক কাজের জায়গা, প্রশিক্ষণের সুবিধা , আমদানি ও রপ্তানির সুবিধা
Exhibition : জাদুঘর, গ্যালারি .....শো রুম।
Traffic Area : বাস স্টেশন, বিমানবন্দর, রেলস্টেশন, লঞ্চঘাট, টার্মিনাল, সাবস্টেশন।
Sports : স্টেডিয়াম, ক্লাব হল, জীম হল

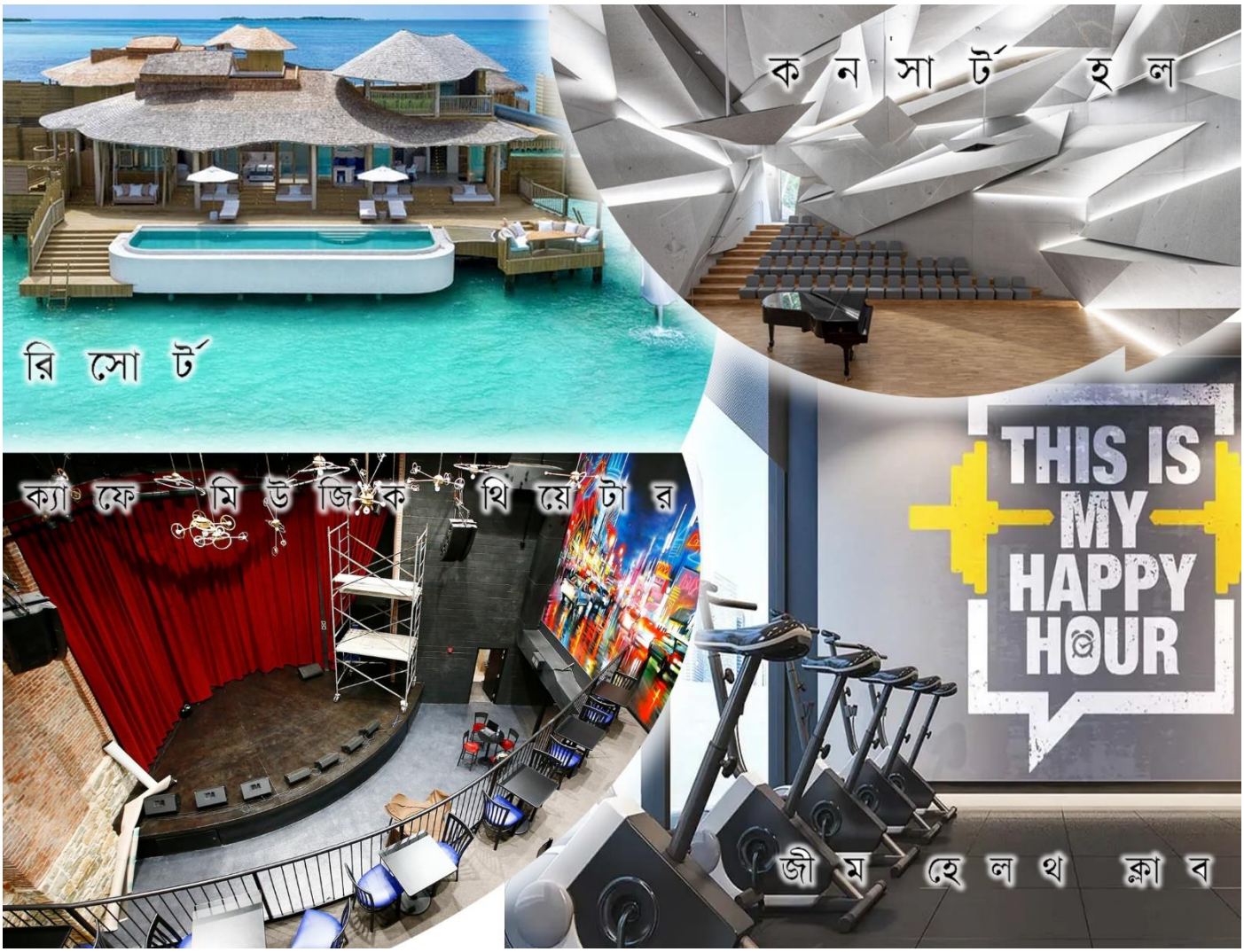

১১ তম দিন – **অতিথিসেবামূলক স্থানের নকশা (Hospitality Design):** সাধারনত হোটেল মোটেল রেস্টুরেন্ট আবাসিক-অনাবাসিক হোটেল, রিসোর্ট, ক্যাসিনো বার ইত্যাদি নকশা করা হয় । রিসোর্ট, ক্যাফে মিউজিক থিয়েটার, কনসার্ট হল, জীম হেলথ ক্লাব Hospitality Design এর অন্তর্ভুক্ত।

১২ তম দিন – **স্বাস্থ্যসেবামূলক স্থানের নকশা (Health care Design) :** শাব্দিক অর্থে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট বলতে মূলতঃ কোন ঘটনার যাবতীয় ব্যবস্থাপনাকেই বোঝায় এবং এর বাস্তবিক ধারণাও তাই। যেকোনো ঘটনা, অনুষ্ঠান বা কোনো আয়োজন সম্পন্ন করতে সার্বিক যেকোন কার্যক্রম পরিচালনা করাই হচ্ছে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট। প্রথমে একটি ইভেন্টকে সাজানো এবং পরিশেষে তা পরিচালনা করা সম্পূর্ণটাই ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট-এর অংশ। এই ক্লাসে আমরা ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের যাবতীয় বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

১৩ তম দিন – **ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট (Event management) পরিচিতি :** শিল্প উপাদান ও শিল্প নীতির যথাযথ প্রয়োগ করে কোন অনুষ্ঠান উপলক্ষ্য বা উৎসবের আয়োজন ই হচ্ছে Event management । যেমন :- বিয়ে, জন্মদিন, মৃত্যুবার্ষিকী ইত্যাদি।

১৪ তম দিন – **শিল্প বা Art :** সুন্দর, আকর্ষণীয় ও ব্যবহারযোগ্য যেকোন কিছুই শিল্প বা Art। শিল্প দুই ধরনেরঃ
১. চারুশিল্পঃ- নৃত্য, গান, কবিতা ইত্যাদি। **২.** কারুশিল্পঃ- পাট, কাঠ, পোশাক, অলংকার গৃহসজ্জা ইত্যাদি।
আমরা এই কোর্সে মূলতঃ কারুশিল্প নিয়েই আলোচনা করবো এবং বিভিন্ন ধরণের কারুশিল্প-হাতে কলমে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে শেখাবো।

১৫ তম দিন – **নকশা করার বিবেচ্য বিষয় :** যে-কোন বাড়ি, অফিসের অভ্যন্তরীণ নকশা করার সময় যোগাযোগ ব্যবস্থা, পার্কিং ব্যবস্থা, সিকিউরিটি ব্যবস্থা এবং ইউটিলিটির ব্যবস্থা বিবেচনা করে কাজ করতে হবে। উপর্যুক্ত বিষয়সমূহের মধ্যে যেকোন একটিও যদি ঠিকভাবে কাজ না করে, তাহলে পুরো ডিজাইনটাই বিফলে যেতে পারে। তা-ই এই বিষয়গুলোর উপর আলাদা নজর দিতে হবে।

১৬তম দিন – **শিল্প উপাদান :** শিল্প সৃষ্টিতে যে-সকল উপাদান সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হয় তা-ই শিল্প উপাদান। শিল্প উপাদান ৭টি যথাঃ
১। রেখা (Line)। ২। আকার (Shape)। ৩। রঙ (Color) ৪। মান (রঙের গাঢ়ত্বের মান) (Value)। ৫। গঠন/আকৃতি (Form)।
৬। গঠনবিন্যাস/জমিন (Texture)। ৭। ব্যবধান (Space)।
এই ক্লাসে উপর্যুক্ত ৭টি বিষয় নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হবে।

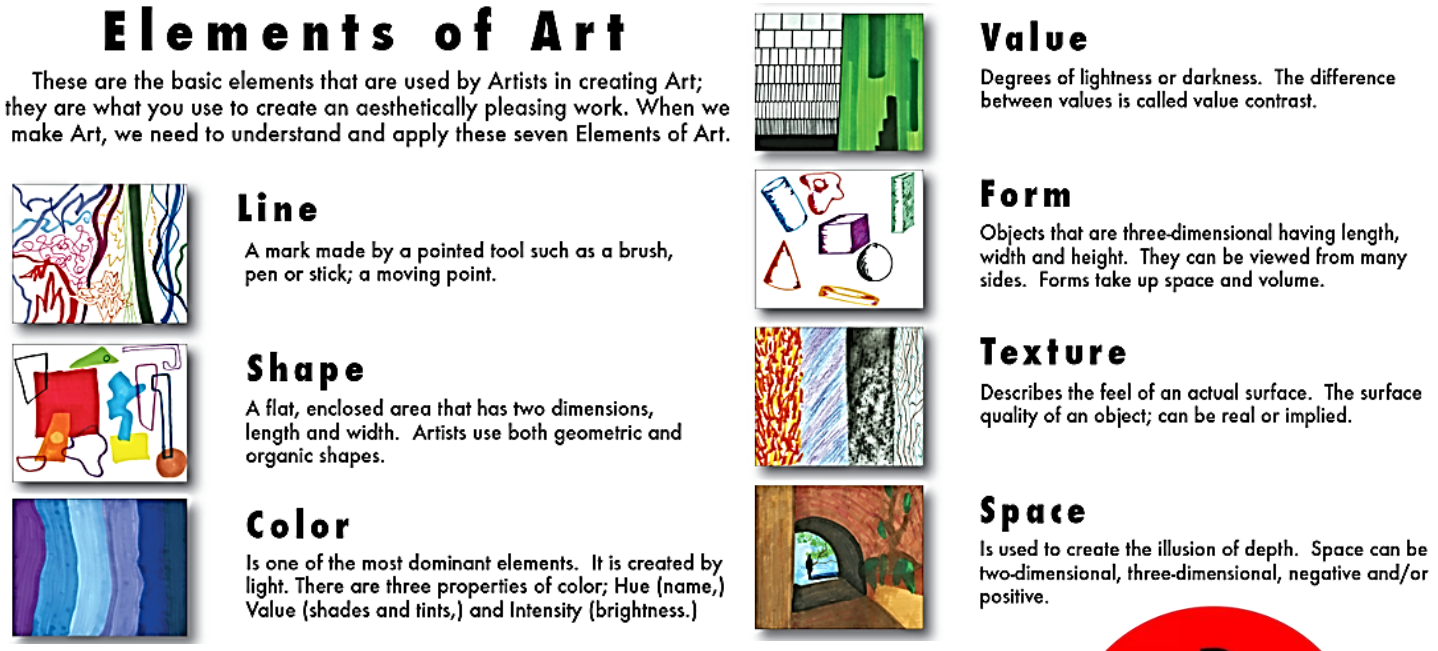

১৭ তম দিন – **রং বা Color** : রং হচ্ছে একপ্রকার অনুভূতি বা শক্তি। রং দেখার জন্য চোখ এবং আলোর প্রয়োজন হয়। আমরা জানি সূর্যের আলোতে ৭টি রং রয়েছে। সূর্যের আলোর এই ৭টি রং কোন বস্তুর উপর পড়লে সেই বস্তু তার ধর্ম ও গুনাগুণ অনুযায়ী কিছু রং শোষণ করে ও কিছু রং প্রতিফলিত করে। এই প্রতিফলিত রং-ই হচ্ছে বস্তুর রং যা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। উৎস অনুযায়ী রং ২ প্রকারঃ

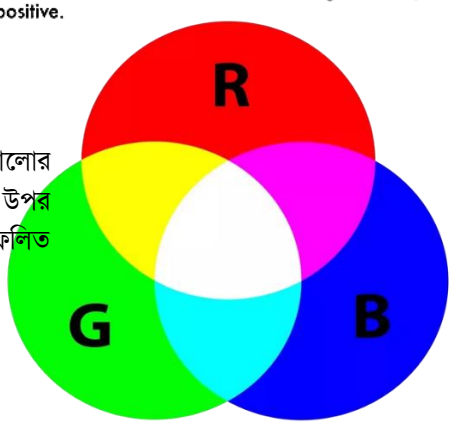

ক) **প্রাকৃতিক রংঃ** যে রং প্রকৃতি হতে পাই তা-ই প্রাকৃতিক রং। যেমনঃ ফুল, লতা-পাতা ইত্যাদি।
খ) **কৃত্রিম রংঃ** যে রং রাসায়নিকভাবে তৈরী হয় তা-ই কৃত্রিম রং। যেমনঃ জলরং, মোমরং ইত্যাদি।

১৮, ১৯, ২০, ২১ তম দিন
রংকে মূলত তিন ভাগে ভাগ করা হয় :
ক) প্রাথমিক রং (Primary color) খ) মাধ্যমিক রং (Secondary color)
গ) সংমিশ্রিত রং (Tertiary color)

প্রাথমিক রং (Primary color) :
যে-সকল রং অন্য কোন রং থেকে তৈরী করা যায় না তাকে প্রাথমিক রং বলে।এই রং-কে মৌলিক রংও বলা হয়। যেমনঃ লাল, নীল, হলুদ।

মাধ্যমিক রং (Secondary color) :
নির্দিষ্ট পরিমানে দুটি প্রাথমিক রঙের সংমিশ্রণে যে রং তৈরী করা হয় তাকে মাধ্যমিক রং বলে। যেমনঃ কমলা, বেগুনী, সবুজ।

সংমিশ্রিত রং (Tertiary color):
নির্দিষ্ট পরিমানে একটি প্রাথমিক রং ও একটি মাধ্যমিক রঙের সংমিশ্রণে যে রং তৈরী করা হয় তাকে সংমিশ্রিত রং বলে। যেমনঃ লালচে কমলা, হলদে সবুজ, নীলচে সবুজ, নীলচে বেগুনী, লালচে বেগুনী। এই ক্লাসগুলোতে আমরা গঠন অনুযায়ী রঙের প্রকারভেদগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো এবং ব্যবহারিক অনুশীলন করবো।

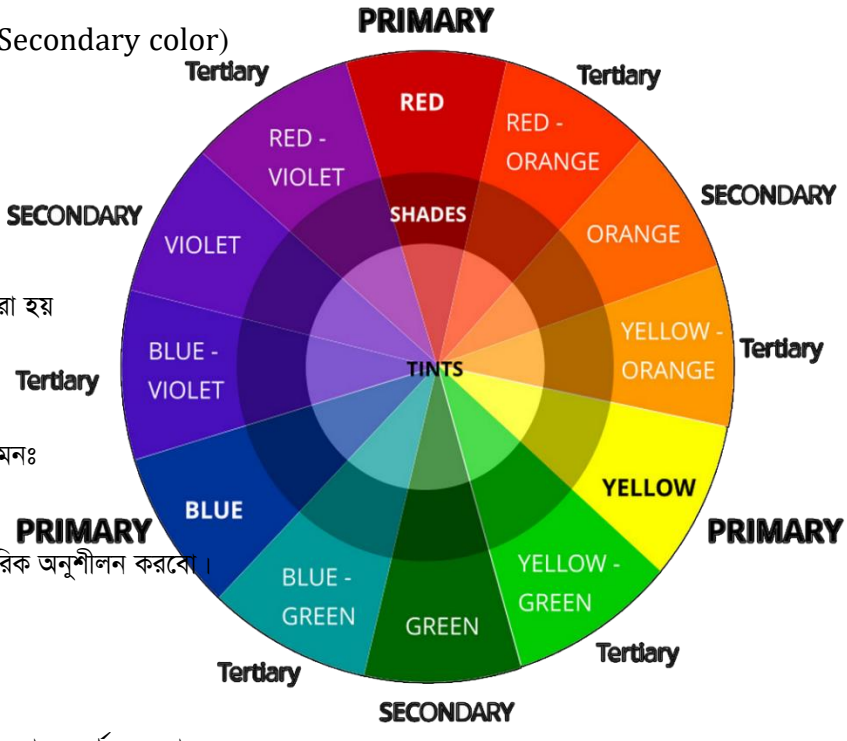

২২ তম দিন – **বর্ণচক্র** : একটি গোলাকার চক্রে তিনটি প্রাথমিক রং, তিনটি মাধ্যমিক রং, ও ছয়টি সংমিশ্রিত রং পর্যায়েক্রমে পরিকল্পিত ভাবে সাজিয়ে যে চক্র তৈরি করা হয় তাকে বর্ণচক্র বলা হয়।

২৩তম দিন- উষ্ণ রং (warm color) : যে-সকল রং উচ্ছাসপূর্ণ, আনন্দপূর্ণ, উষ্ণময় পরিবেশ, গরম ভবের সৃষ্টি করে তাকে উষ্ণ রং বলে।যেমন : লাল, কমলা, হলুদ, কালো ইত্যাদি ।

বৈশিষ্ট্য :

- উষ্ণ রংকে অগ্রগামী রং বলা হয়, কারন উষ্ণা রং বস্তুকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে কাছে আনে।
- এই রং বস্তুর আকার ছোট করে ।
- এই রং কক্ষেরে আকার বাহ্যিক দৃষ্টিতে ছোট করে।

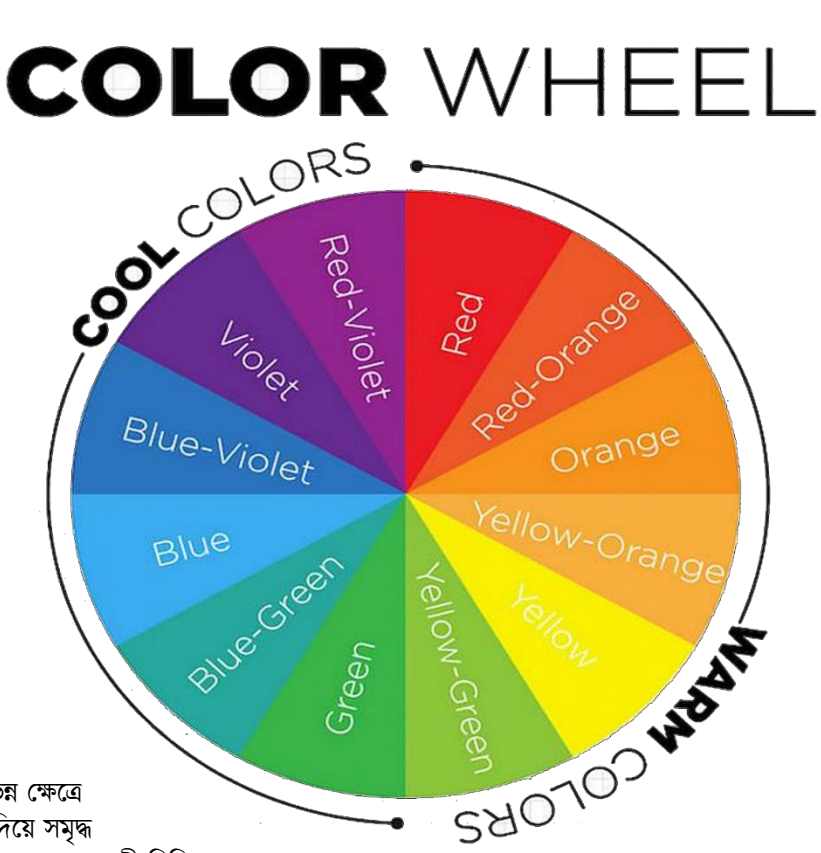

২৪ তম দিন – শীতল রং(cold color) : যে রং শান্তিপূর্ন, স্নিগ্ধ , শীতল, আরামদায়ক পরিবেশ ঠান্ডাভাবের সৃষ্টি করে সেই রংকে শীতল রং বলে। যেমন- নীল, সবুজ, বেগুনী, সাদা ইত্যাদি।

বৈশিষ্ট্য :

- শীতল রংকে দূরগামী রং বলা হয়।
- এ রং দূরের বস্তুকে দূরে দেখায়।
- এ রং বাহ্যিক দৃষ্টিতে বস্তুর আকার বড় করে।

২৫ তম দিন– রঙের মনস্তাত্ত্বিক দিক : প্রত্যাহিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সকল রং ব্যবহার করা হয় যেগুলো বিভিন্ন মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে সমৃদ্ধ রঙের মনস্তাত্ত্বিক দিক সম্পর্কে সঠিক ধারনা থাকলে যেগুলো প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন ব্যবহার করা সম্ভব ।

নীল রং – শীতল, শান্তিপূর্ন, শান্ত, রক্ষণশীল, সংযত ।

নীলচে বেগুনী – শীতল, পরিপক্ক, শান্ত, রক্ষণশীল, সৌম্য ।

বেগুনী – শীতল, মর্যাদাপূর্ন, রাজকীয়, রহস্য।

লালচে বেগুনী – উত্তেজনাপূর্ন, উষ্ণ, প্রানবন্ত ও সহস্যপূর্ন।

লাল রং – অগ্রগামী, সাহসী, উত্তেজনাপূর্ন, শক্তিশালী, স্পষ্টভাব।

লালচে কমলা – উষ্ণ, চাহিদাপূর্ন, উত্তেজনাপূর্ন, অগ্রগামী।

কমলা – উষ্ণ, প্রানবন্ত, আনন্দপূর্ন, তারন্যভাব বিশিষ্ট ।

হলদে কমলা – উষ্ণ, প্রানবন্ত, আনন্দপূর্ন, প্রফুল্ল ও দীপ্তিপূর্ন।

হলুদ – উষ্ণ, প্রানবন্ত, আনন্দপূর্ন, ধনী, সুখী এবং বন্ধুত্বপূর্ন ভাব বিশিষ্ট।

হলদে সবুজ – উষ্ণ, আনন্দপূর্ণ. দীপ্তময়, বন্ধুত্বপূর্ন ।

নীলচে সবুজ – শীতল, শান্ত, আনন্দপূর্ন, এবং সংহতভাব বিশিষ্ট ।

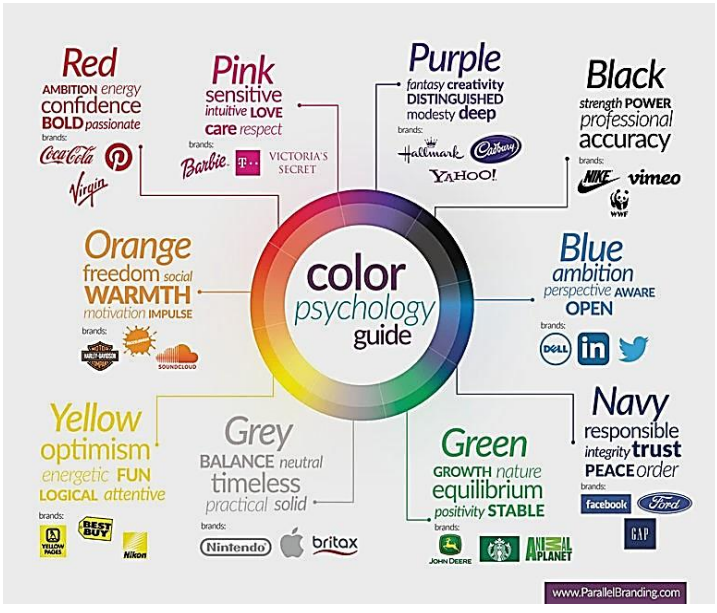

২৬ তম দিন – রেখা : রেখা একটি মৌলিক শিল্প উপাদান। কোন গতিশীল বিন্দুকে রেখা বলে । উৎস অনুযায়ী রেখা দুই প্রকার যথা:

১। প্রাকৃতিক রেখা- যে সকল রেখা প্রাকৃতিতে পাওয়া যায় তাই প্রাকৃতিক রেখা যেমন : গাছ, লতা-পাতা, ঝিনুক, শামুক, মাছ ইত্যাদি।

২। কৃত্রিম রেখা – কৃত্রিম উপায়ে যে সকল রেখা তৈরি করা হয় তাই কৃত্রিম রেখা যেমন : লেখার অক্ষর, ছবি, ঘরবাড়ি নকশা ইত্যাদি।

রেখাকে প্রধানত ২ ভাগে ভাগ করা যায় :

১। **সরল রেখা** – যে রেখা চলার পথে দিক পরিবর্তন না করে সোজাপথে চলে তাকে সরল রেখা বলে।

২। **বক্র রেখা** : যে রেখা চলার পথে দিক পরিবর্তন করে আঁকাবাকা পথে চলে তাকে বক্র রেখা বলে।

রেখার অবস্থান : অবস্থান অনুসারে রেখাকে ৪ ভাগে ভাগ করা হয়।

১। **লম্ব রেখা** – যে রেখা লম্বা লম্বি অবস্থান করে তাকে লম্ব রেখা বলে। লম্ব রেখা বস্তুর আকার বাহ্যিক দৃষ্টিতে লম্বা করে।

২। দিগন্ত রেখা : যে রেখা আড়াআড়ি ভাবে অবস্থান করে তাকে দিগন্ত রেখা বলে। এ রেখা বাহ্যিক দৃষ্টিতে বস্তুর আকার ছোট করে ও স্নিগ্ধ এবং শান্ত পরিবেশের আনুভূতি সৃষ্টি করে।

৩। কৌণিক রেখা : যে রেখা কোনাকোনি ভাবে অবস্থান করে তাকে যৌগিক রেখা বলে। এ রেখা কোন বস্তু ও বাহ্যিক দৃষ্টিতে চঞ্চল ও গতিশীল করে, উচ্ছল ও প্রাণবন্ত করে, উৎসাহ যোগায়।

৪। জিগজ্যগ রেখা- তীক্ষ্ণ কোন বিশিষ্ট আঁকাবাঁকা রেখাকে জিগজ্যাগ রেখা বলে। জিগজ্যাগ রেখাকে গতিশীল রেখাও বলা হয় কারন এই রেখা কিছু দূর পর পর দিক পরিবর্তন করে।

২৭ তম দিন আকার : আকার বলতে কোন বস্তুর সামগ্রিক গঠন প্রণালীকে বোঝায়। উৎসের ভিত্তিতে আকার দুই প্রকার। যথাঃ ১। প্রাকৃতিক আকার ২। কৃত্রিম আকার

প্রাকৃতিক আকর- প্রাকৃতিক বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত আকারকে প্রাকৃতিক আকার বলে । যেমন : গাছ-পালা, লতা-পাতা, ফুল-ফল।

কৃত্রিম আকার – মানুষ কৃত্রিম উপায়ে তার প্রয়োজন অনুসারে যে আকার তৈরি করে তাই কৃত্রিম আকার। যেমন : ঘরবাড়ির আকার, আসবাব পত্রের আকার, পোশাকের আকার। আকারকে প্রধানত ২ ভাগে ভাগ করা হয় ।

১। যুক্ত আকার : যখন কোন বস্তুর আকার যুক্তভাবে তৈরি হয় অর্থাৎ কোনো নিয়ম মেনে তৈরি করা হয় না তাকে যুক্ত আকার বলে। সাধারনত প্রানের সঙ্গে জড়িত সকল আকারই যুক্ত আকার।

২। জ্যামিতিক আকার : জ্যামিতিক নিয়ম মেনে যে আকার তৈরি করা হয় তাকে জ্যামিতক আকার বলে। যেমন : বৃত্ত, বর্গ, আয়াক্ষেত্র ত্রিভূজ ইত্যাদি ।

জ্যামিতিক ও যুক্ত আকার আবার দুই ভাগে বিভক্ত।

১. খোলা আকার : যে সকল বস্তুর আকার সম্পূর্ণ বন্ধ অবস্থায় থাকে না। তাকে খোলা আকার বলে । যেমন : ফুলদানি, মগ, গ্লাস, পুকুর, নদী ইত্যাদি ।

২. বন্ধ আকার : যে সকল বস্তুর আকার সম্পূর্ণ বন্ধ অবস্থায় থাকে তাকে বন্ধ আকার বলে । যেমন : ডিম, বল, রসগোল্লা বই ইত্যাদি।

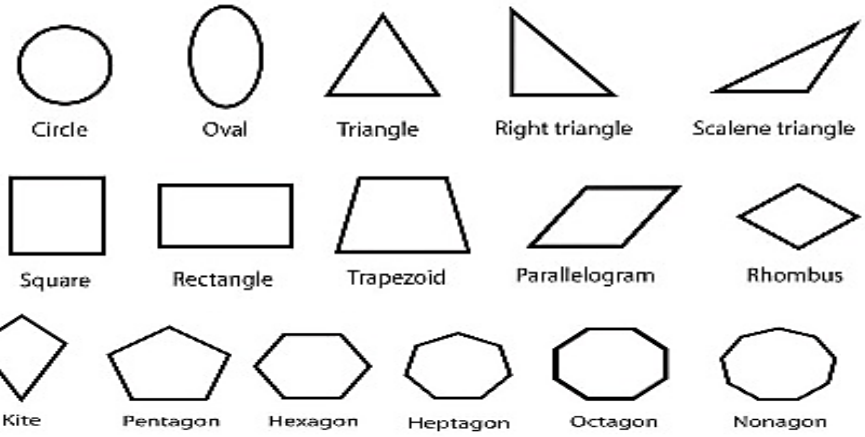

মৌলিক আকার তিন প্রকার :

- **বৃত্ত** – গোল আকার বিশিষ্ট
- **ত্রিভূজ** – ত্রিকোন আকার বিশিষ্ট
- **চর্তুকোন** – চর্তুকোন আকার বিশিষ্ট

২৮ তম দিন: বিন্দু : শিল্পপলায় একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান । বিন্দু এর কোন মাত্রা বা তল নেই । এটি গোলাকার ভাবে খুব ছোট একটি স্থান দখল করে থাকে। উৎসের ভিত্তিতে বিন্দু ২ প্রকার যথা : * প্রাকৃতিক বিন্দু , * কৃত্রিম বিন্দু.

প্রাকৃতিক বিন্দু : প্রাকৃতিক উপায়ে সৃষ্ট বিন্দু বা প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত বিন্দু হচ্ছে প্রাকৃতিক বিন্দু।যেমন : ক্ষুদ্র পানির বিন্দু, শিশির বিন্দু, প্রজাপতির ডানায় বিন্দু ভিত্তিক নকশা । ফুলের বিন্দু যুক্ত রং ইত্যাদি।

কৃত্রিম বিন্দু : কৃত্রিমভাবে যে বিন্দু সৃষ্টি করা হয় বা বিন্দু ভিত্তিক নকশা করা হয় তাকে কৃত্রিম বিন্দু বলে। যেমন : ব্লক ছাপার নকসার বিন্দু, ধাতুর অলংকার বিন্দু যুক্ত নকশা ইত্যাদি । বিন্দুকে প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

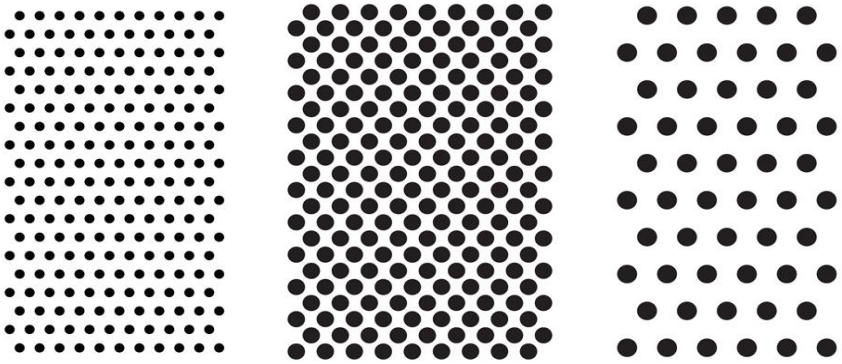

১.মাত্রা ছাড়া বিন্দু : যে বিন্দুর কোন মাত্রা নাই তাকে মাত্রা ছাড়া বিন্দু বলে । যেমন : কাগজের উপর কলমের ফোটা, ফুলের পাঁপড়িতে বিন্দুর সমারোহ ইত্যাদি ।

২. মাত্রাযুক্ত বিন্দু : যে বিন্দুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, গভীরতা ইত্যাদির মাপ থাকে তাকে মাত্রাযুক্ত বিন্দু বলা হয় । সাধারনতঃ মাত্রাযুক্ত বিন্দুই মাত্রা ছাড়া বিন্দুর বড় আকার । যেমন : বড় আকারের বিন্দু ভিত্তিক নকশ, ত্রৈমাত্রিক বিন্দু ভিত্তিক নকশা ইত্যাদি।

২৯ তম দিন: জমিন : কোন বস্তুর উপরিভাগের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে ঐ বস্তুর জমিন বলা হয় । উৎসের ভিত্তিতে জমিন ২ প্রকার । যথা :-

১. প্রাকৃতিক জমিন : প্রকৃতিতে যে জমিন দেখতে পাওয়া যায় বা প্রাকৃতিক উপায়ে সৃষ্ট জমিনই প্রাকৃতিক জমিন । যেমন : গাছ পালা, লতা পাতার, ফুল ফল, পশুপাখি ইত্যাদির শরীরের উপরিভাগ ইত্যাদি ।

২. কৃত্রিম জমিন : মানুষ তার প্রয়োজন অনুসারে যে জমিন তৈরি করে তা-ই কৃত্রিম জমিন। যেমন : পোশাকের জমিন, আসবাবের জমিন ইত্যাদি। জমিন বিভিন্ন ধরনের হয় : মসৃন জমিন, অমসৃন জমিন. চকচকে জমিন, খসখসে জমিন, কাঁটা কাঁটা জমিন, উঁচু নিচু জমিন ।

অনুভব অনুসারে জমিনকে ২ ভগে ভাগ করা যায় । যথা :-

প্রাকৃতিক জমিন

কৃত্রিম জমিন

১. দৃষ্টি অনুভূত জমিন : যখন বস্তুর জমিন চোখে দেখে বোঝা যায় বা অনুভব করা যায় তখন সেই জমিনকে দৃষ্টি অনুভূত জমিন বলে । যেমন :কোন কিছুর অবয়ব, ছবি, কার্পেটের নকশা, গ্রাম বাংলার ছবি ইত্যাদি ।

২. স্পর্শ অনুভূত জমিন : যখন কোন বস্তুর জমিন হাত দিয়ে স্পর্শ করে বোঝা যায় বা অনুভব করা যায় তখন সেই জমিন কে স্পর্শ অনুভূত জমিন বলে যেমন : মসৃন – অমসৃন কাপড়, লিচু, কাঁঠাল, খোদাই নকশা ইত্যাদি ।

৩০ তম দিন : শিল্প নীতি : বিশেষ কতগুলো নিয়ম অনুসরন করে সুন্দর ও সুশৃঙ্খল ভাবে নতুন কিছু তৈরি করাকে শিল্প বলে । এই শিল্প বা নকশা সৃষ্টির কাজে যে সকল নিয়ম- নীতি অনুসরন করে শিল্প উৎপাদন গুলো সঠিকভবে কাজে লাগানো হয় ঐ সকল নীতি বা নিময়কানুনকে শিল্পনীতি বলা হয় । এই শিল্প নীতি ৫ টি যথা : **১.**মিল **২.**ভারসাম্য **৩.**সমানুপাত **৪.**ছন্দ **৫.** প্রাধান্য

মিল : মিল বলতে শিল্পকলা বা নকশার বিভিন্ন অংশের ভিতরে একটি সাবলীল সম্পর্ক থাকাকে বোঝায় । উৎস অনুসারে মিল ২ প্রকার।

১. প্রাকৃতিক মিল : প্রকৃতিতে যে মিল দেখতে পাওয়া যায় বা প্রাকৃতিক উপায়ে যে মিলের সৃষ্টি হয় তাকে প্রাকৃতিক মিল বলে । যেমন: ময়ূরের পেখম, নারকেলের পাতা, প্রাকৃতিক ঝড়না ইত্যাদি ।

২. কৃত্রিম মিল : কৃত্রিম উপায়ে যে মিলের সৃষ্টি হয় তাকে কৃত্রিম মিল বলে। কৃত্রিম উপায়ে প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে মিলের সৃষ্টি করা হয় । যেমন: ব্লক ছাপার নকশা, অভ্যন্তরীণ গৃহসজ্জার রং, রেখা, আকার, গৃহের দরজার সাথে অন্য কক্ষের দরজার মিল ইত্যাদি।

৩১ তম দিন : ভারসাম্য ও ভারসাম্যের প্রকারভেদ : কোনো মধ্য বিন্দুর উভয় পাশে সমান দূরত্ব অনুসারে একই ওজন, একই আকার ও একই নকশাযুক্ত বস্তু স্থাপন করাকে ভারসাম্য বলে। উৎস অনুসারে ভারসাম্য ২ প্রকার যথা: -

১.প্রাকৃতিক ভারসাম্য : প্রকৃতিতে যে ভারসাম্য দেখতে পাওয়া যায় বা প্রাকৃতিক উপায়ে যে ভারসাম্য এর সৃষ্টি হয় তাকে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বলে । যেমন : পাখির শরীরের দু'পাশের ডানা, প্রজাপতি, গাছপালা, ফুল ইত্যাদি ।

২. কৃত্রিম ভারসাম্য : কৃত্রিম উপায়ে যে ভারসাম্য-এর সৃষ্টি হয় তাকে কৃত্রিম ভারসাম্য বলে । কৃত্রিম উপায়ে প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে ভারসাম্য-এর সৃষ্টি করা হয়। যেমন : টেবিল চেয়ারের পায়া, চেয়ারের হাতল, ঘরের দরজার ও জানালার ভারসাম্য ইত্যাদি ।

প্রতক্ষ্যে ভারসাম্য

অপ্রত্যক্ষ ভারসাম্য

রেডিয়াল ভারসাম্য

ভারসাম্যকে প্রধানতঃ তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে । যথা :

১.প্রতক্ষ্যে ভারসাম্য : কোন মধ্য বিন্দুর উভয় পাশে সমান দূরত্ব অনুসারে একই আকার , একই ওজন, ও একই নকশাযুক্ত বস্তু স্থাপন করে যে ভারসাম্য রক্ষা করা হয় তাকে প্রত্যক্ষ ভারসাম্য বলে । যেমন :- টেবিলের মাঝোনে একটি ফুলদানি এবং উভয় পাশে একই ওজন ও নকশাযুক্ত দুটি মোমবাতি।

২. অপ্রত্যক্ষ ভারসাম্য : কোন মধ্য বিন্দুর উভয় পাশে ভিন্ন ধর্মী বস্তু স্থাপন করে যে ভারসাম্য রক্ষা করা হয় তাকে অপ্রত্যক্ষ ভারসাম্য বলে । অপ্রত্যক্ষ ভারসাম্যের ক্ষেত্রে বড় বস্তু কোন বিন্দুর কাছে ও ছোট বস্তু কেন্দ্রবিন্দু থেকে দূরে স্থাপন করতে হয় । যেমন :- টেবিলের একপাশে একটি ল্যাম্প, আর একপাশে একটি অ্যাসট্রে ।

৩. রেডিয়াল ভারসাম্য : কোন মধ্যবিন্দুর চারপাশে সমান দূরত্ব অনুসারে একই আকারে একই ওজন এবং একই নকশাযুক্ত বস্তু স্থাপন করে যে ভারসাম্য রক্ষা করা হয় তাকে রেডিয়াল ভারসাম্য বলে । যেমন :- বৈদ্যুতিক পাখা, খাবার টেবিল ও চেয়ারের বিন্যাস ।

৩২ তম দিন : সমানুপাত : সমানুপাত শিল্পকলা ও নকশার একটি গরুত্বপূর্ণ নীতি । সমানুপাত বলতে একটি অংশের সঙ্গে আর একটি অংশের সম্পর্ক অথবা একটি অংশের সঙ্গে সমগ্র অংশের সম্পর্কেকে বোঝায় । উৎস অনুসারে সমানুপাত ২ প্রকার যথা :

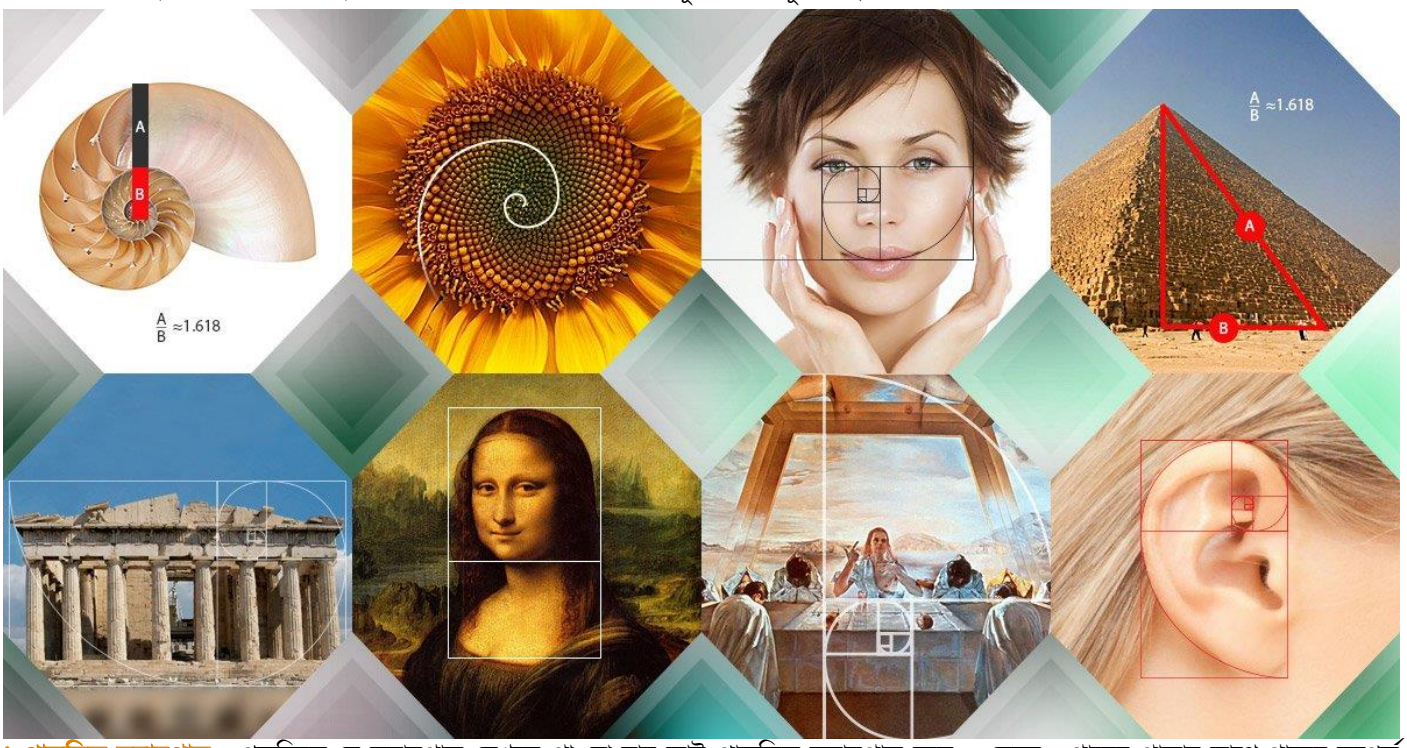

১.প্রাকৃতিক সমানুপাত : প্রকৃতিতে যে সমানুপাত দেখতে পাওয়া যায় তাই প্রাকৃতিক সমানুপাত বলে । যেমন : গাছের পাতার সাথে গাছের সম্পর্ক অথবা কান্ডের সাথে সম্পূর্ণ অংশের সম্পর্ক । ময়ূরের পেখমের সাথে শরীরের সম্পর্ক ইত্যাদি ।

২. কৃত্রিম সমানুপাত : কৃত্রিম উপায়ে যে সমানুপাত সৃষ্টি করা হয় তাকে কৃত্রিম সমানুপাত বলে । কৃত্রিম সমানুপাত বিভিন্ন কাজ ও ব্যবহারের প্রতি লক্ষ করে সৃষ্টি করা হয় । যেমন :- অভ্যান্তরীন গৃহসজ্জায় বসার ঘরে সোফাসেটের সাথে ঘরের অন্যান্য আসবাবপত্রের সম্পর্ক । মাটির তৈরি ফুলদানির নিচের অংশের সাথে উপরের অংশের সম্পর্ক ইত্যাদি ।

৩৩ তম দিন : ছন্দ : ছন্দ বলতে আকর্ষনীয় গতিশীল ভাবধারাকে বোঝায় । কোন কিছু পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে দ্বন্দের সৃষ্টি করা হয়ে থাকে । উৎস অনুসারে দ্বন্দ ২ প্রকার । যথা:-

১. প্রাকৃতিক ছন্দ : প্রাকৃতিক উপায়ে যে ছন্দ সৃষ্টি হয় বা প্রকৃতিতে যে ছন্দ দেখতে পাওয়া যায় তাকে প্রাকৃতিক ছন্দ বলে । যেমন : উড়ন্ত পাখির ঝাঁক, গাছে ফুটে থাকা ফুল, পাহাড়ের সারি, পাহাড়ের ঢাল থেকে নেমে আসা ঝরনা ইত্যাদি ।

২. কৃত্রিম ছন্দ : মানুষ তার প্রয়োজন অনুযায়ী কৃত্রিম উপায়ে যে ছন্দ সৃষ্টি করে তাকে কৃত্রিম ছন্দ বলে । যেমন : বস্ত্র ছাপার নকশা, বাদ্যযন্ত্রের নকশা, স্থাপত্য শিল্পের নকশা, পালতোলা নৌকার সারি ইত্যাদি ।

প্রাকৃতিক ছন্দ

কৃত্রিম ছন্দ

ছন্দকে প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করা যায় :

পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে ছন্দ : পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে তৈরি ছন্দে একই আকার, রং, জমিন, রেখা বা অর্ন কোন বস্তু পুন: পুন: ব্যবহার করে ছন্দে সৃষ্টির মাধ্যমে পুনরাবৃত্তি ছন্দ তৈরি হয় । যেমন: কাপড়ের ব্লকের নকশা, আলপনা, শাড়ীর পাড়, আসবাবপত্রের নকশা ইত্যাদি ।

ক্রমান্বয়ে পরিবর্তন ও অগ্রগতির মাধ্যমে তৈরি ছন্দ : বিভিন্ন শিল্প উৎপাদন ও অন্যান্য বস্তু ও ভিতর ক্রমান্বয়ে পরিবর্তন এনে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে ছন্দের সৃষ্টি হয় তাকে ক্রমান্বয়ে পরিবর্তন ও অগ্রগতির মাধ্যমে তৈরি ছন্দ বলে । যেমন : বড় আকার থেকে শুরু করে ছোট আকারের কোন সজ্জামূলক বস্তুর ব্যবহার ।

৩৪ তম দিন : প্রাধান্য : প্রাধান্য বলতে আকর্ষনের কেন্দ্রেকে বোঝায় । কোন শিল্প সৃষ্টি বা নকশা তৈরির সময় এগুলোর কোন একটা অংশে অন্যান্য অংশের তুলনায় অধিক গুরুত্ব দেয়া হয় অথবা নকশাটিকে এমন ভাবে তৈরি করা হয় যাতে এর বিশেষ একটি অংশের উপর সবার আগে দৃষ্টি পড়ে । উৎস অনুসারে প্রোধান্য দুই প্রকার যথা:

১. প্রাকিতিক প্রাধান্য : প্রাকৃতিক উপায়ে যে প্রাধান্য এর সৃষ্টি হয় তাকে প্রাকৃতিক প্রাধান্য বলে । যেমন : ময়ূরের পেখম, গাছে ফুটে থাকা ফুল ইত্যাদি।

২. কৃত্রিম প্রাধান্য : কৃত্রিম উপায়ে যে প্রাধান্য সৃষ্টি করা হয় তাকে কৃত্রিম প্রাধান্য বলে। যেমন : বসার ঘরে রঙিন মাছের জার, মনোরম পুষ্পসজ্জা ইত্যাদি ।

প্রাধান্য কে দুইভাগে ভাগ করা যায় । যথা:

১. এককভাবে তৈরি প্রাধান্য : কোনো একটি স্থানে এককভাবে একটি আকর্ষনীয় বস্তু ব্যবহার করে প্রাধান্য সৃষ্টি করাকে এককভাবে তৈরি প্রাধান্য বলে । যেমন : অভ্যন্তরীণ গৃহসজ্জার ঘরের দেয়ালে নকশাযুক্ত দেয়ালসজ্জা ইত্যাদি।

২. দলবদ্ধ উপায়ে তৈরি প্রাধান্য : কয়েকটি বস্তুকে একত্রে স্থাপন করে যখন প্রাধান্য সৃষ্টি করা হয় তখন তাকে দলবদ্ধ উপায়ে তৈরি প্রাধান্য বলে। যেমন : দেয়ালে কয়েকটি ছবি একত্রে সাজিয়ে রেখে দলবদ্ধ উপায়ে প্রাধান্য তৈরি করা হয় ।

৩৫ তম দিন : পুষ্প সজ্জা

পুষ্প সজ্জা বলতে বিশেষ কতগুলো নিয়ম অনুসরন করে ফুল, লতাপাত, ডাল ইত্যাদিকে একত্রে আকর্ষণীয় ভাবে সাজানোকে বোঝায়। নিয়মতান্ত্রিক ভাবে যদি ফুল সাজানো যায়। তবে সামান্য কয়েকটি ফুল, পাতা, ডাল ইত্যাদি ব্যবহার করেও বৈচিত্র্যপূর্ণ পুষ্প সজ্জা কর সম্ভব । পুষ্প সজ্জা নানা কারনে করা হয়ে থাকে। যথা :

১. গৃহের পরিবেশ কে সুন্দর ও মনোরম করার জন্য পুষ্প সজ্জার প্রয়োজন হয়।
২. শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য পুষ্প সজ্জার প্রয়োজন হয় ।
৩. এক ঘেয়েমি দূর করার জন্য পুষ্প সজ্জার প্রয়োজন হয় ।
৪. অবসর সময়ে আনন্দপূর্ণভাবে কাজে লাগানোর জন্য ।
৫. পুষ্প সজ্জার মাধ্যমে রুচির পরিচয় দান করা যায় ।
৬. কক্ষ-সজ্জার প্রধান্য সৃষ্টির কাজে লাগানোর জন্য পুষ্প সজ্জার প্রয়োজন ।
৭. সামাজিক ধর্মীয় ইত্যাদি আচার-অনুষ্ঠানে পুষ্প সজ্জার প্রয়োজন হয় ।
৮. অতিথি অ্যাপ্যায়নে পুষ্প সজ্জা বিশেষ ভূমিকা পালন করে।
৯. পুষ্প সজ্জা করার সময় পরিবারের সকল সদস্য অংশ গ্রহনের মাধ্যমে সকলের

পুষ্প সজ্জার শ্রেণীবিভাগ

পুষ্প সজ্জাকে প্রধানতঃ ২ ভাগে ভাগ করা যায় । যথা : ১. প্রাচ্য পদ্ধতিতে পুষ্প সজ্জা ২. পশ্চাত্য পদ্ধতিতে পুষ্প সজ্জা

১. প্রাচ্য পদ্ধতিতে পুষ্প সজ্জা : প্রাচ্য পদ্ধতিতে পুষ্প সজ্জা বলতে প্রাচ্য পদ্ধতি অবলম্বন করে যে পুষ্প সজ্জা করা হয় তাকে বোঝায় । প্রাচ্য পদ্ধতিতে পুষ্প সজ্জায় জাপান শীর্ষে অবস্থান করছে । এক কথায় প্রাচ্য পদ্ধতিতে পুষ্প সজ্জা বলতে জাপানি পুষ্প সজ্জাকে বোঝায় । কম সংখ্যক ফুল ও ডাল পাতা দিয়ে ফুল সাজানো হয় ।

২. পশ্চাত্য পদ্ধতিতে পুষ্প সজ্জা : পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে যে পুষ্প-সজ্জা করা হয় তাকে পাশ্চাত্য পদ্ধতির পুষ্প-সজ্জা বলা হয়। এই ধরনের পুষ্প-সজ্জায় অধিক পরিমানে ফুল ব্যবহার করা হয়। এই পদ্ধতিতে সাধারণতঃ প্রত্যক্ষ ভারসাম্য রক্ষা করে এবং স্তূপাকারে ফুল সাজানো হয়।

৩৬ তম দিন : পুষ্প সজ্জার নিয়মাবলী :

পুষ্প-সজ্জার কিছু সাধারণ নিয়মাবলী নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

১. যে পদ্ধতি অনুসরণ করে ফুল সাজানো হয় সে সম্পর্কে সঠিক ধারনা থাকা ।
২. পুষ্প সজ্জার সময় শিল্পকলার উপাদান ও নীতি সমূহ সঠিক ভাবে অনুসরণ করে ফুল সাজানো ।
৩. ফুল সাজানোর সময় ফুলদানীর অবসর অর্থাৎ দৈর্ঘ্য , প্রষথ এবং গভীরতার সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করে ফুল এবং অন্যান্য বহু সামগ্রী নির্বাচন করা ।
৪. পুষ্প সজ্জা তাজা রাখার জন্য সূর্যের তেজ যখন কম থাকবে তখন ডাল/ফুল/গাছ কাটা ।
৫. পুষ্প সজ্জার প্রুনিং একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । এর মাধ্যমে ফুল তাজা রাখা যায় । প্রুনিং এর জন্য বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করা যায় । একটি হলো পুষ্প সজ্জায় প্রয়োজনে যদি ফুল পাতা পানির কিছু অংশ কাটা হয় তবে তা পানিতে ডুবিয়ে ডালের নিচের অংশ সামান্য বাঁকা করে কাটা ।
৬. ফুলকে তাজা রাখার জন্য পানিতে সামন্য পরিমান হাইড্রোক্লোরিক এসিড বা সালফিউরিক এসিড মিশিয়ে সেই পানিতে ফুল ডুবিয়ে রাখতে হবে । এছাড়া ফুল বা ডাল তাজা রাখার জন্য ডালের নিচের অংশ সামান্য লবণ ঘষে দেয়া ।

৩৭ তম দিন : তাজা ফুলের শিল্পকর্ম (ইকেবানা)

ইকে অর্থ তাজা , বানা অর্থ ফুল , অর্থাৎ তাজা ফুলের শিল্পকর্ম ইকেবানা, যার ব্যকরণ স্বর্গ, মানুষ আর পৃথিবী । সাজ সজ্জার উপযোগী করতে বিশেষ পদ্ধতিতে ফুল বাঁচিয়ে রাখার নামই ইকেবানা । জাপানি এ পুষ্প শৈলির মূল অংশে তিনটি ফুলের সমন্বয় ঘটে । সবার উপরে থাকে পুষ্পকলি , যা স্বর্গে ও মতো অদেখা কোনো সম্ভাবনার কতা কলে মাঝেরটা হয় অর্ধপ্রস্ফুটিত, যা মানুষের মতোই, কখনো চেনা , কখনো অচেনা যতই দেখা হোক কিছু জানার বাকি থাকে সব সময় । শেষের ফুল সম্পূর্ণ ফুটন্ত যার অর্থ পৃথিবী সম্পূর্ণ উম্মুক্ত, খোলামেলা ।

ইকেবানার ক্রমবিকাশ : জাপানি শৈলী বলে এর ব্যাপক পরিচিতি থাকলে ও এর উপত্তি স্থল চীন । বৌদ্ধ ভিক্ষুরা তাদের উপাসনালয়কে সাজাতেন ইকেবানা দিয়ে । এরপর ভিক্ষু ও সন্তরা যখন চীন থেকে জাপানে যান তখনই জাপানে এর ব্যাপক প্রসার ঘটে । তবে জাপানে প্রসার ঘটার পিছনে একটি প্রধান বিশেষ কারণ হচ্ছে শুধু চীন নয় , পৃথিবীর অন্য সকল দেশের তুলনায় জাপানে সবচেয়ে বেশী ফুল আবাদ হয় ।

ইকেবানা পদ্ধতি : ইকেবানার বিভিন্ন ধারার মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় এটি বানানোর জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো হলো :-

১. পিন ২. কাঁচি ৩. বিভিন্ন আকৃতির পাত্র ৪. ফুল, ডাল, পাতা ইত্যাদি ৫. ফিলার যা ছাড়া পুষ্প সজ্জা হয় না ।

ইকেবানা শিল্প ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। শুরুর দিকে তিনটি ফুল দিয়ে সাজানো হলেও এখন পাঁচটি ফুল দিয়ে বানানো হচ্ছে। এর বৈশিষ্ট্য হলো কম ফুল ও পাতা ব্যবহার করে সাজানো। এটি তৈরী করতে একটি চ্যাপ্টা ফুলদানিতে দেড় ইঞ্চি পরিমান পানি নিতে হবে। পাতা/ফুল গুজে রাখার জন্য একটি ফ্লাওয়ার ফ্রগ লাগবে।

৩৮ তম দিন : ফ্লোর প্লান

কোন সাদা কাগজে বা খোলা স্থানে উপর থেকে তাকিয়ে বৈজ্ঞানিক যে নকশা পরিকল্পনা করা হয় তাকে ফ্লোর প্লান বলে । মোট কথা , সাদা কাগজের উপর বা কোনো স্থানে যে খসড়া নকশা করা হয় তাকে ফ্লোর প্লান বলে ।

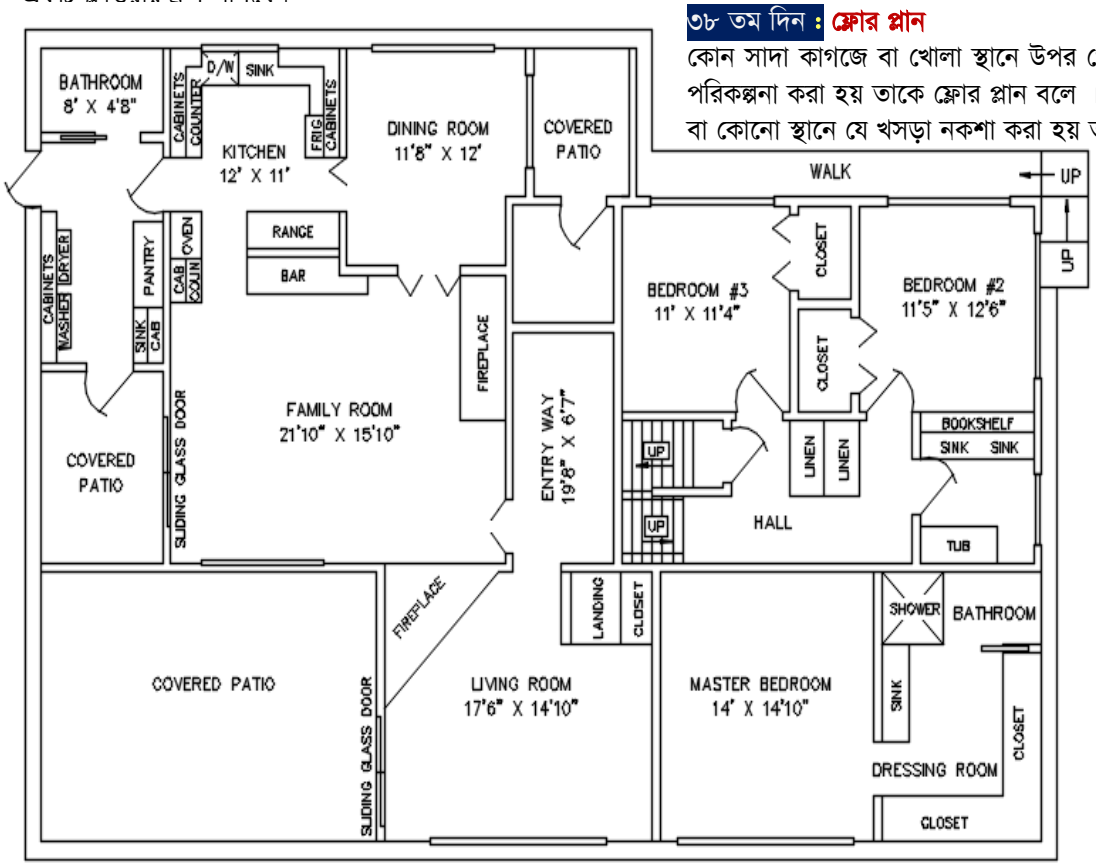

৩৯ তম দিন : ফ্লোর প্ল্যান-এর বিবেচ্য বিষয় :

এছাড়া ফ্লোর প্লান করার সময় আরও কিছু বিষয় বিবেচনা আনতে হবে তা হলো –

১. পরিবারের সদস্য সংখ্যা
২. সদস্যদের পেশা,
৩. সদস্যদের বয়স,
৪. সদস্যদের রুচি,
৫. সদস্যদের বাজেট,
৬. আবহাওয়া ও জলবায়ু।

এই ক্লাসে আমরা ফ্লোর প্ল্যান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

৪০ তম দিন : **ইলেকট্রনিক প্লান** : কোনো স্থানের বিভিন্ন বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের সুষ্ঠু ও নিরাপদ সংযোগ দেওয়াই ইলেক্ট্রিক প্লান । এই প্লান করার ফলে যে কোনো প্রয়োজনে অথবা দুর্ঘটনার তাৎক্ষনিক বৈদ্যুতিক যে কোনো ব্যবস্থা ব্যবস্থা গ্রহন করা যায়।

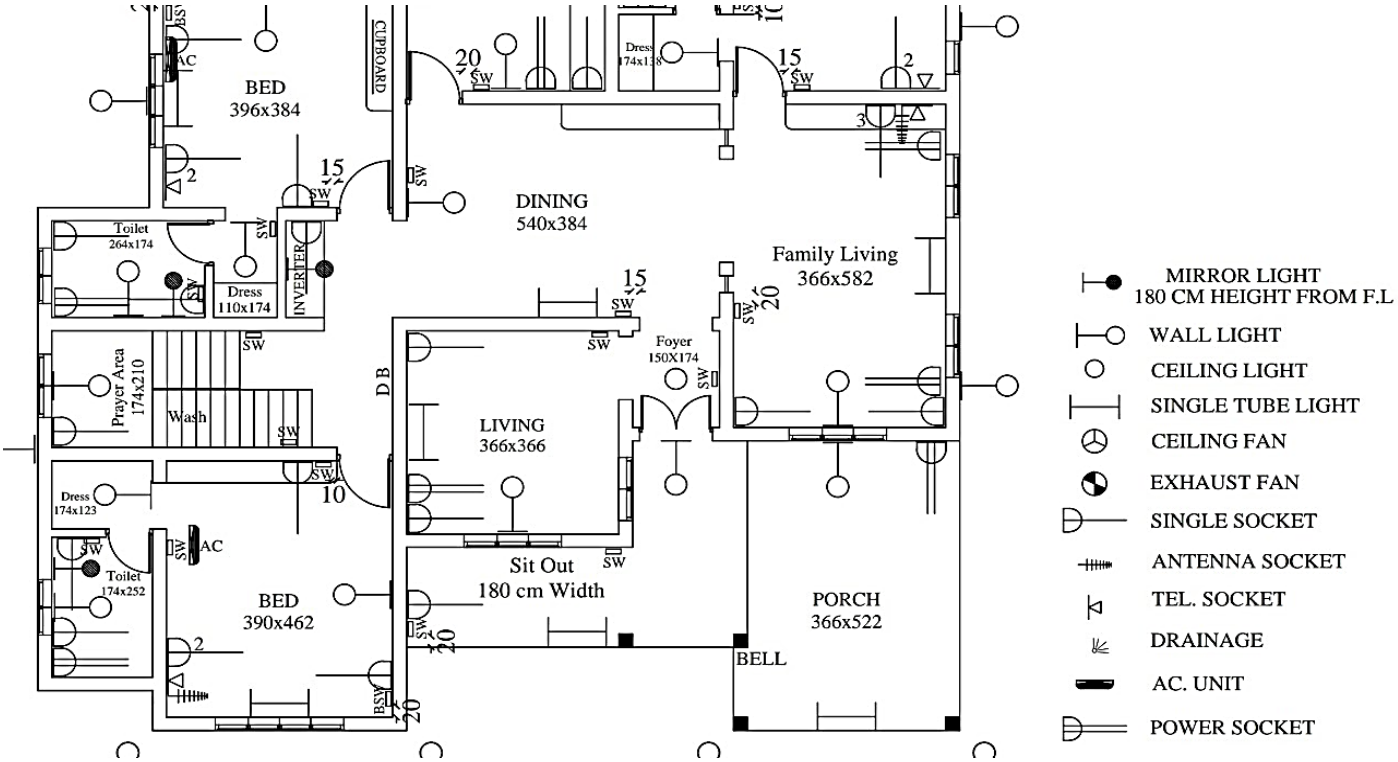

৪১ তম দিন : **স্যানিটারি প্লান** : পানি ও পয়নিষ্কাশন ব্যবহার পরিকল্পনা করাকে মূলত স্যানিটারি-প্ল্যান বলে। স্যানিটারি প্ল্যান সঠিকভাবে করতে পারলে বাথরুম, টয়লেট, রান্নাঘর ইত্যাদিতে ব্যবহৃত সিঙ্ক, টাব ইত্যাদি সুষ্ঠু ও সুযোগমত কাজে লাগোনো যায়।

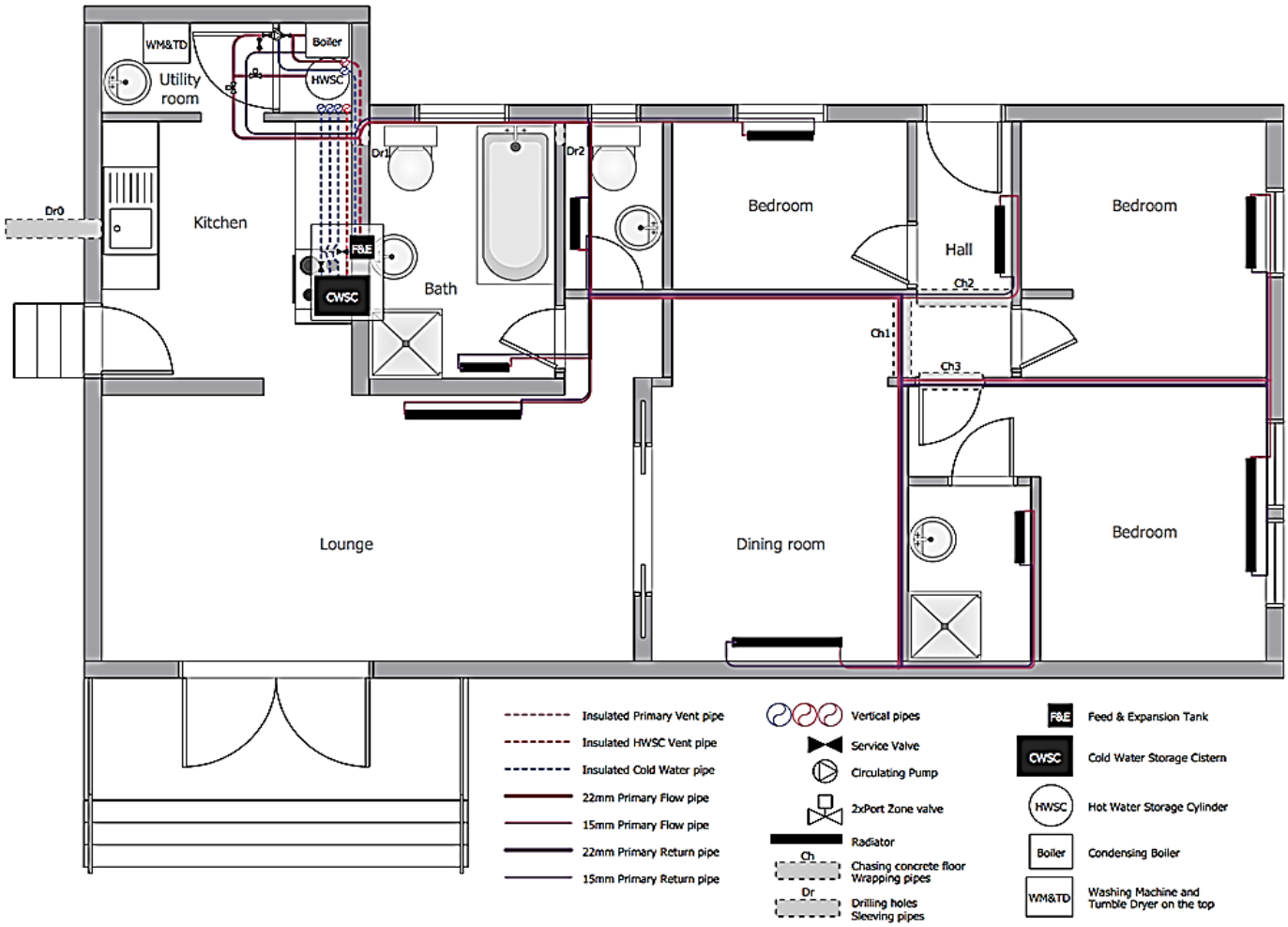

৪২ তম দিন : ফার্ণিচার প্ল্যান : ঘরের কোনো কোনো স্থানে কোন কোন আসবাব স্থাপন করা হবে তা পরিকল্পনা করাই হয় ফার্ণিচার প্লান । আসবাবের আকার আকৃতি, নির্বাচন ও স্থাপনের উপর ঘরের আকার, সৌন্দর্য, আরাম চলাচলের সুবিধা নির্ধারিত হয় ।

৪৩ তম দিন : আনুষঙ্গিক বা এক্সোসরিস প্লান : ফ্লোর প্লান বা এক্সোসরিস প্লান ঘরের আসবাবপত্র বাদে অন্যান্য আনুষঙ্গি উপকরণ যেমন – পর্দা, বিভিন্ন শোপিস, চিত্রকর্ম, দেয়াল সজ্জা ফুলদানি, মেঝের আচ্ছাদন ইত্যাদি স্থাপন করার পরিকল্পনা করাকে বোঝায় । এর মাধ্যমে ঘরের সৌন্দর্য বৃদ্ধিও পাশাপাশি ঘরের পরিবেশ আরও আকর্ষনীয় হয়ে ওঠে । একই সাথে ঘরের পরিবেশ আব্রু ও গোপনীয়তা রক্ষা করে ।

৪৪ তম দিন : সাইট প্লান : কোনো উদ্দেশ্যের আশেপাশে যে নকশা পরিকল্পিত উপায়ে করা হয় তাকে সাইট প্লান বলে । যেমন :- উদ্দেশ্যের আশেপাশে বা আছে তা অংকন করা হয় ।

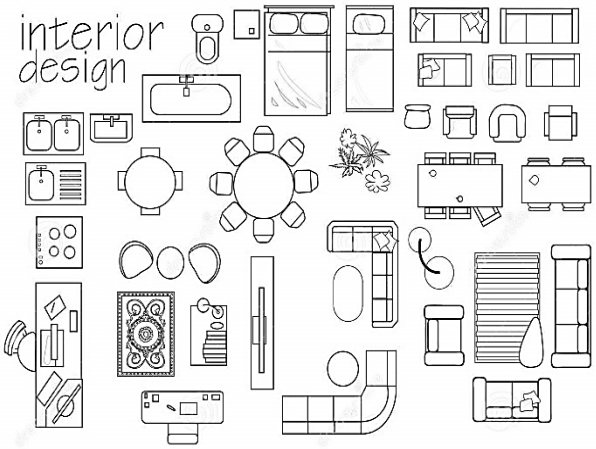

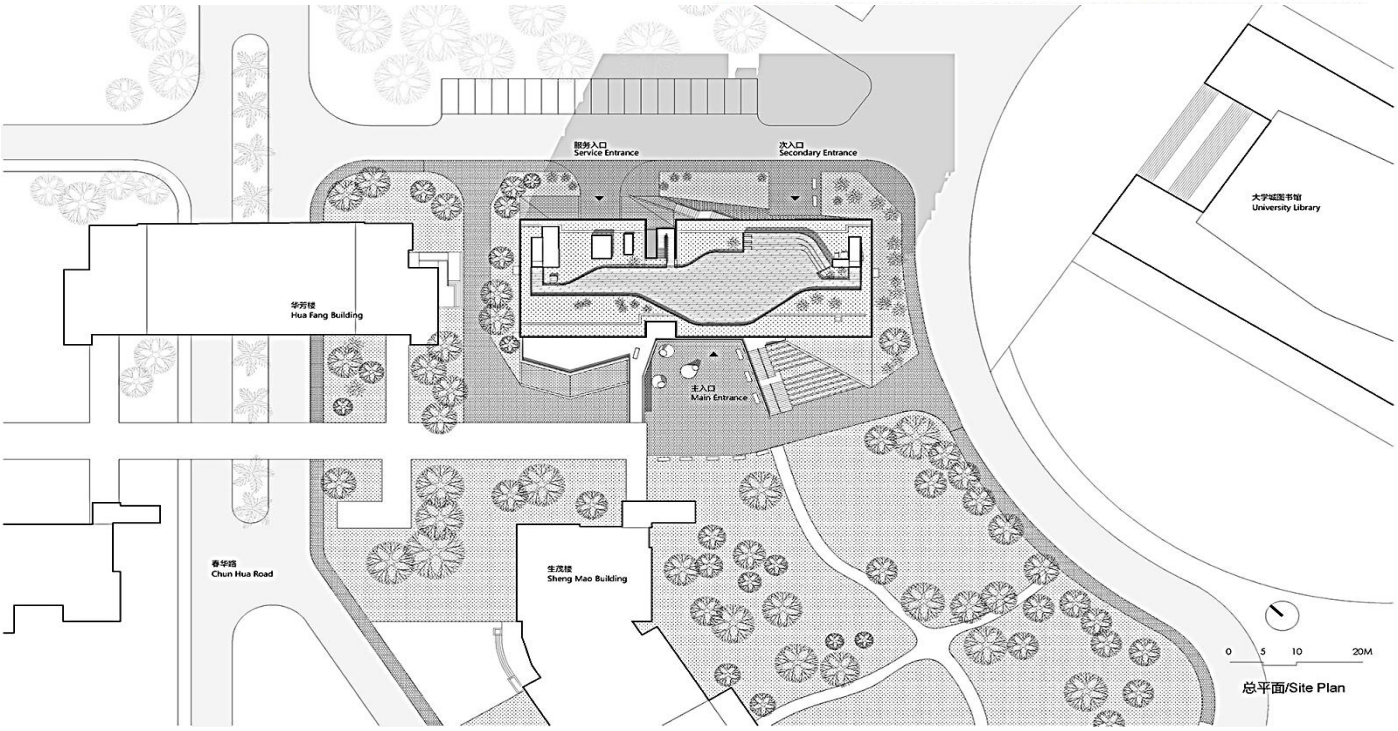

৪৫ ও ৪৬ তম দিন : ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের নকশা করার বিবেচ্য বিষয়সমূহ

ভিন্ন ভিন্ন ইভেন্টের নকশা তৈরী করার পন্থা ভিন্ন হলেও কিছু বিষয় প্রায় সকল নকশার ক্ষেত্রেই বিবেচনা করতে হয়। যেমনঃ

১ **স্থান নির্বাচনঃ** অনুষ্ঠানের ধরন অনুযায়ী ইনডোর/আউটডোরে অনুষ্ঠানের জন্য স্থান নির্বাচন করতে হবে। ছোট-খাটো ঘরোয়া অনুষ্ঠানের জন্য ইনডোর অর্থাৎ ঘরের ভিতরেই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যায়। অন্যথায় বাড়ির উঠানে, ছাদে, কমিউনিটি সেন্টারে বা বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যায়।

২ **যাতায়াত ব্যবস্থাঃ** নির্বাচিত স্থানে যাতায়াত ব্যবস্থা ভালো থাকতে হবে। আগমন এবং বহির্গমনের জন্য আলাদা ব্যবস্থা করা উত্তম। আয়োজিত স্থানে যেন সহজেই চলাফেরা করা যায় তা বিবেচনায় রাখতে হবে।

৩ **পার্কিং ব্যবস্থাঃ** নকশা করার বিবেচ্যবিষয়গুলোর মধ্যে পার্কিং ব্যবস্থা প্রণয়ন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক। অতিথিদের গাড়ি সুশৃঙ্খলভাবে কোন জায়গায় পার্ক করার ব্যবস্থা না করলে আশেপাশে অন্যদের যাতায়াতে অসুবিধা হতে পারে। তা-ই পার্কিং-এর সুব্যবস্থা রাখা গুরুত্বপূর্ণ।

৪ **স্পিকারঃ** অনুষ্ঠান ধারাবাহিকভাবে পরিচালনা করার জন্য একজন সু-দক্ষ বক্তার ব্যবস্থা করতে হবে। যিনি কথা বলার মাধ্যমে অতিথিদের আনন্দ দিতে পারবে।

৫ **সিকিউরিটিঃ** প্রতিটি ক্ষেত্রে আমন্ত্রিত অতিথিদের নিরাপত্তা জোরদার করা আবশ্যক। তা-ই নকশা করার পূর্বে সিকিউরিটির বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে।

৬ **ক্যাটারিংঃ** খাবারের মান যত ভালো হবে, অনুষ্ঠানের আমেজ তত বৃদ্ধি পাবে। সেজন্য প্রয়োজন একজন দক্ষ শেফ/বাবুর্চি এর। খাবারের স্বাদের পাশাপাশি খাবার পরিবেশনার বিষয়টিও খেয়াল রাখতে হবে।

৭ **ইউটিলিটি ব্যবস্থাঃ** বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি ইত্যাদি সব সময় সরবরাহে রাখতে হবে। প্রয়োজনে জেনারেটর-এর ব্যবস্থা করতে হবে। সবার সুবিধার্থে ইউলিটির ব্যবস্থা করা বাধ্যতামূলক।

৮ **সৌন্দর্য্যের ব্যবস্থাঃ** অনুষ্ঠানের ধরণ অনুযায়ী সৌন্দর্যবর্ধন-এর নকশা প্রণয়ন করতে হবে।

৪৭ তম দিন : ইকেবানা তৈরীর বিভিন্ন পদ্ধতিসমূহ

ইকেবানা তৈরীর বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। যেমনঃ

Basic Style- A & B | Bacis Style- C & D | Upright Style | Heavenly Style | One Row Style

Basic Style- A & B

বৈশিষ্ট্যঃ

১। একটি ডাল খাড়াভাবে থাকবে।

২। Subject হবে ফুলদানির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের যোগফলের সমান।

৩। Object হবে Subject-এর ১/৩ গুণ।

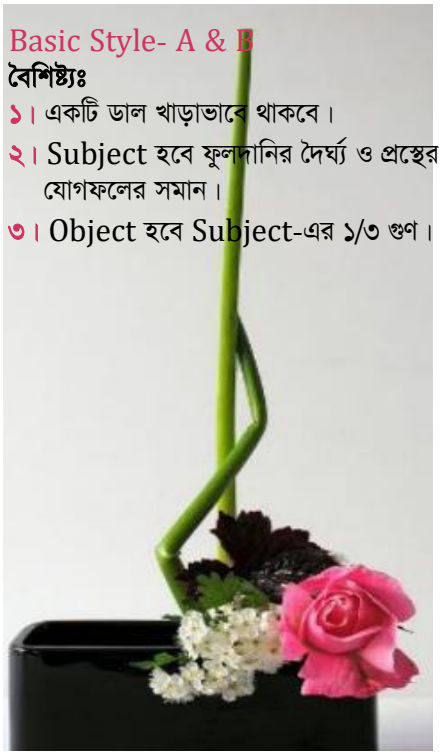

৪৮ তম দিন :

Basic Style- C & D

বৈশিষ্ট্য :

১. দুটি ডাল থাকবে ।

২. Subject হবে ফুলদানির দেড় গুন

৩. Object হবে Subject এর ১/৩ গুন

৪. মুখের দিকে থাকলে Style C ।

৫. পিনের দিকে থাকলে Style D ।

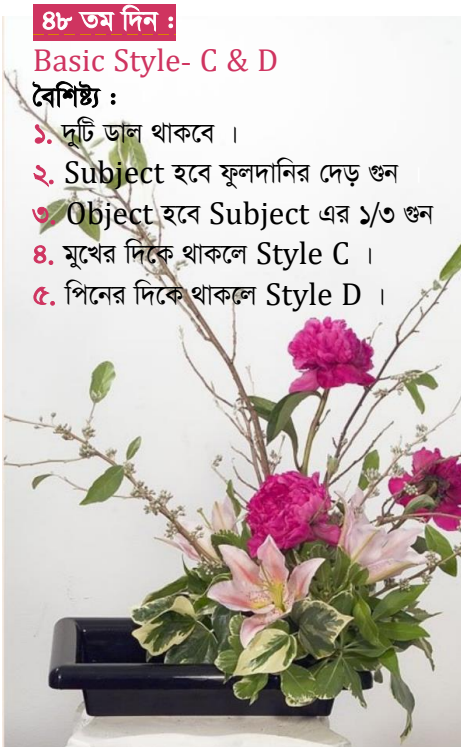

৪৯ তম দিন :

Upright style:

বৈশিষ্ট্য :

১. ফুলদানির ব্যাস ও ব্যাসার্ধের্ত্ত মাপ হবে।

২. গাছের গোড়া থেকে আগা পর্যন্ত (২-৩) টি বাঁক থাকবে।

৩. বাঁকের উত্তাল অংশে শাখা থাকবে।

৪. কানের গোড়া সবচেয়ে বড় থাকবে।

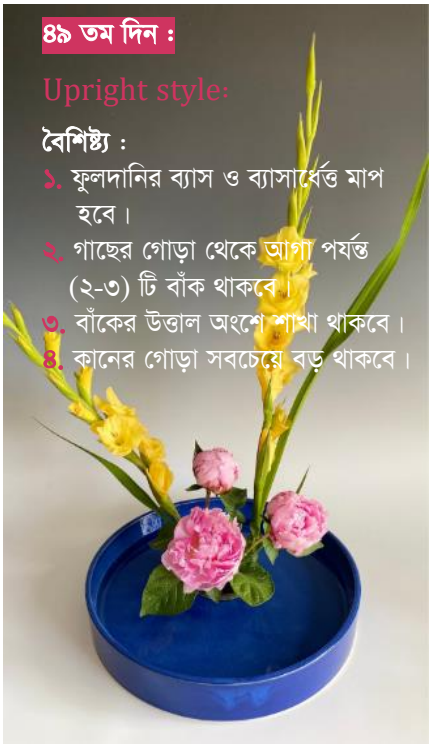

৫০তম দিন

Heavenly Style

ফুলদানির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের যোগফলের মাপে ফুলের (Subject) ডালাটি হবে। Object-এর মাপ: Subject-এর মাপের ১/৩ অংশ।

৫১তম দিন

One Row Style

One Row Style এ একটি পাত্রে ৩টি ফুল থাকবে এবং খাড়াভাবে কয়েকটি পাতা থাকবে। পাতা গুলো অবশ্যই লম্বা এবং সমান থাকতে হবে।

৫২তম দিন ল্যা ন্ড স্কে প

পৃথিবীর উপরিভাগে নদী-নালা, খাল-বিল, পাহাড়-পর্বত, পশু-পাখি, মানুষসহ ভূ-দৃশ্যকে ল্যান্ডস্কেপ বলে।

ল্যান্ডস্কেপ প্রধানত দুই প্রকার। যথাঃ

১। প্রাকৃতিক ল্যান্ডস্কেপঃ প্রকৃতিতে যেসব ল্যান্ডস্কেপ দেখা যায় সেগুলোই প্রাকৃতিক ল্যান্ডস্কেপ। যেমন: নদী-নালা, খাল-বিল, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি।

২। কৃত্রিম ল্যান্ডস্কেপঃ কৃত্রিম পদ্ধতিতে যে সব ল্যান্ডস্কেপ করা হয় তাকে কৃত্রিম ল্যান্ডস্কেপ বলে। যেমন: রাস্তার পাশে ফোয়ারা, সুইমিংপুল ইত্যাদি।

ল্যা ন্ড স্কে পে র প্র কা র ভে দ

১। দেয়ালঘেরা সম্পর্কিত ল্যান্ডস্কেপ (Walled Garden)।	২। গ্রামীন পরিবেশ সম্পর্কিত ল্যান্ডস্কেপ (Country Garden)।
৩। মরুভূমির সাথে সম্পর্কিত ল্যান্ডস্কেপ (Desert Garden)।	৪। কৃত্রিম জলাধার সম্পর্কিত ল্যান্ডস্কেপ (Urban Water Garden)।
৫। সর্বোচ্চ শ্রেণীর ল্যান্ডস্কেপ (Classical Landscape) ও	৬। আধুনিক ল্যান্ডস্কেপ (Modern Landscape)।

৫৩ তম দিন

দেয়াল ঘেরা বাগান সম্পর্কিত ল্যান্ডস্কেপ (Walled Garden)

দেয়াল ঘেরা বাগান বলতে দেয়াল ঘেরা যায়গায় বাগানের পরিকল্পনা করাকে বুঝায়। সাধারণত খোলামেলা জায়গায় দেয়াল ঘেরা বাগান সম্পর্কিত ল্যান্ডস্কেপ করা হয়।

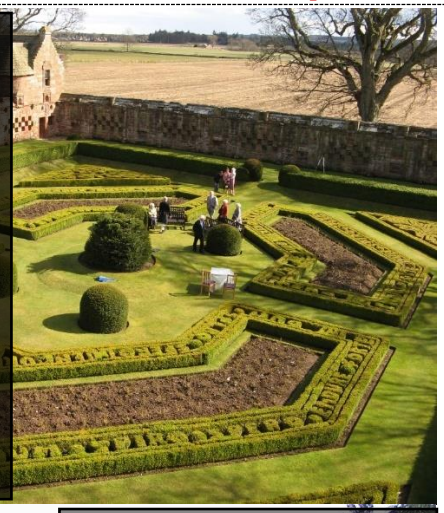

৫৪ তম দিন

গ্রামীন পরিবেশ সম্পর্কিত ল্যান্ডস্কেপ (Country Garden)

গ্রামীন পরিবেশ সম্পর্কিত ল্যান্ডস্কেপ বলতে গ্রামীন পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে অর্থাৎ ছাউনি, খড়-কুটা, মাটি ইত্যাদি দিয়ে পরিকল্পিত ল্যান্ডস্কেপকে বোঝায়।

৫৫ তম দিন

মরুভূমির সাথে সম্পর্কিত ল্যান্ডস্কেপ (Desert Garden)

মরুভূমির সাথে সামঞ্জস্য রেখে মরুভূমির সাথে সম্পর্কিত ল্যান্ডস্কেপ পরিকল্পনা করা হয়। শীতপ্রধান দেশে এই ধরনের ল্যান্ডস্কেপ করা হয়। মরুভূমির সাথে সম্পর্ক রেখে বালি, নুড়ি পাথর ইত্যাদি দিয়ে ল্যান্ডস্কেপ পরিকল্পনা করা হয়। এই ল্যান্ডস্কেপে গাছ ব্যবহারের ক্ষেত্রে খেজুর গাছ প্রাধান্য পায়।এই ল্যান্ডস্কেপে উটের ব্যবহারও হয়।

৫৬ তম দিন

কৃত্রিম জলাধার সম্পর্কিত ল্যান্ডস্কেপ (Urban Water Garden)

কৃত্রিম জলাধারা সম্পর্কিত ল্যান্ডস্কেপ বলতে রাস্তা বা বাড়ির পাশে বিভিন্ন জলাশয় দিয়ে যে কৃত্রিম ল্যান্ডস্কেপ করা হয় তাকে বোঝায়। বিভিন্ন বাড়ির পাশে, রাস্তার পাশে, অফিস-আদালতে ও বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে সাধারণত এই ধরণের ল্যান্ডস্কেপ করা হয়। এ ধরণের ল্যান্ডস্কেপ করার ক্ষেত্রে নীল ও সবুজ রং এর আলো বেশি প্রাধান্য পায়।

৫৭ তম দিন

সর্বোচ্চশ্রেনীর ল্যান্ডস্কেপ (Classical Landscape)

সাধারণত উচ্চ শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ এ ধরনের ল্যান্ডস্কেপ পরিকল্পনা করে। বাড়ির পাশে ভাস্কর্য ও সুইমিংপুল ইত্যাদি পরিকল্পনা করা হয়। এটি অনেক ব্যয়বহুল।

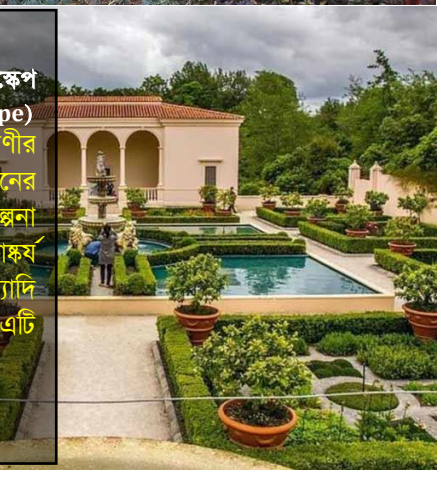

৫৮ তম দিন

আধুনিক ল্যান্ডস্কেপ (Modern Landscape)

উপরের পাঁচটি ল্যান্ডস্কেপ এর সমন্বয়ে যে ল্যান্ডস্কেপ করা হয় তাকে বলে আধুনিক ল্যান্ডস্কেপ। যেমনঃ দেয়ালে গাছের ব্যবহার, বিভিন্ন পানির ফোয়ারা, সুইমিং পুল, গ্রামীন পরিবেশ, মাটি, ছাউনি, খড়কুটা, বালি, ভাস্কর্য ইত্যাদির সংমিশ্রণে সাধারণত আধুনিক ল্যান্ডস্কেপ করা হয়।

৫৯ ও ৬০ তম দিন আসবাব ক্রয়ের বিবেচ্যবিষয়সমূহ

গৃহের বিভিন্ন কাজের জন্য বিবিধ আসবাবপত্র ব্যবহার করা হয়। যেমনঃ খাট, টেবিল, চেয়ার, সোফা, আলমারি ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে পরিবারের প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে আসবাব ক্রয় করতে হয়। একটি পরিবার একসাথে সকল আসবাব ক্রয় করতে পারে না। পরিবারের জীবনচক্রের পরিবর্তনের সাথে সাথে এর প্রয়োজন ও তাগিদ বদলায়। প্রয়োজন যা-ই হোক না কেন, আসবাব ক্রয় করার পূর্বে কতগুলো বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন। যেমনঃ

- পরিবারের আকার বা কাঠামো :পরিবারের আকার বা কাঠামোর উপর ভিত্তি করে আসবাব ক্রয় করতে হয়। পরিবার বড় না ছোট তা লক্ষ রাখতে হবে।
- আবহাওয়া ও জলবায়ু : পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া, পরিবেশ, স্থানের অবস্থান ইত্যাদির উপর নির্ভর করে আসবাবপত্র নির্বাচন করতে হবে। যেমনঃ শীতপ্রধান অঞ্চলে কাঠ, চামড়া, ফোম, তুলা বা গরম দেয় এরকম আসবাব ক্রয় করতে হবে।
- পরিবারের সদস্যদের আয় : পরিবারের সদস্যদের আয়ের উপর নির্ভর করে আসবাবপত্র ক্রয়ের ক্ষমতা। পরিবারের আয় করার ক্ষমতা সম্পন্ন সদস্য সংখ্যা কম বা বেশি হলে আসবাব ক্রয়ের উপর তার প্রভাব পড়ে।
- পরিবারের সদস্যদের পেশা : পরিবারের সদস্যদের পেশা অনুযায়ী আসবাব নির্বাচন করতে হয়। বিভিন্ন পরিবারে বিভিন্ন পেশার মানুষ বাস করে; উকিল, শিক্ষক, খেলোয়াড়, ফ্যাশন ডিজাইনার, ডাক্তার ইত্যাদি। একজন ডাক্তার এবং একজন খেলোয়াড়ের আসবাবের ধরণ স্বাভাবিকভাবেই ভিন্ন হবে।
- রুচি ও সৌন্দর্য: আসবাব নির্বাচনে রুচি ও সৌন্দর্যের গুরুত্বকে উপেক্ষা করা যায় না। রুচি ও সৌন্দর্যের সাথে আসবাবপত্রে বৈচিত্র্য আনা যায়। কেউ ভারী আসবাস পছন্দ করে আবার কেউ হালকা পছন্দ করে। বর্তমান সময়ে বাজারে বিভিন্ন ধরনের আসবাব পাওয়া যায়। কক্ষের আকার, আয়াতন, মেঝে ও দেয়ালের সাথে মিল রেখে আসবাব নির্বাচন করতে হবে।
- রক্ষণাবেক্ষণ ও আরামদায়কতা : আসবাবপত্রের রক্ষণাবেক্ষণ ও আরামদায়কতার প্রতি লক্ষ্য রেখে আসবাব নির্বাচন করতে হবে। আসবাবপত্রের মেরামত, পলিশ, বার্নিশ, তা পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা ইত্যাদি যেন ব্যয় সাপেক্ষ না হয় সেদিক বিবেচনায় রাখতে হবে। এছাড়া আসবাব যেন টেকসই হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে।
- নমনীয়তা : নমনীয়তা বলতে বোঝায় কোনো আসবাবপত্রের বহুবিধ ব্যবহার। বহুমুখী প্রয়োজন মেটানোর ক্ষমতা সম্পন্ন একই আসবাবের প্রতি অনেকের পক্ষপাতিত্ব থাকতে পারে। এসব আসবাব প্রয়োজন বুঝে স্থানান্তর করে গৃহের নানারকম কাজ সম্পাদন করা যায়।
- কর্মতৎপরতা : অনেক পরিবার আছে যারা অতিথিপরায়ণ এবং গল্প-গুজব ও সামাজিকতা পছন্দ করে। তাদের গৃহে আসবাবপত্রের সংখ্যা বেশি প্রয়োজন হয়। অনেক সময় পরিবারের ছেলেমেয়েরা ঘরের মধ্যে খেলাধুলা পছন্দ করে, তাদের স্বচ্ছন্দে চলাফেরার জন্য ঘরের আসবাবপত্রের আধিক্য না হওয়াই উচিত।

৬১তম দিন ইন্টেরিয়র ডিজাইন বা অভ্যন্তরীন নকশার আদর্শ মাপ

১। বসার কক্ষ (living room)

:(১৪x১৬) ফিট

: (১৮x২৪) ফিট (আদর্শ মাপ)

: (২৮x২৫) ফিট (বড়)

২। খাবার কক্ষ (Dining room)

: (১২x১৪) ফিট

: (১৪x১৬) ফিট

৩। শোবার কক্ষ (Bed room)

: (১০x১২) ফিট

: (১৪x১৬) ফিট

: (১৪x২১) ফিট

৪। অতিথি কক্ষ (Guest room)

: (১০x১২) ফিট

: (১২x১৪) ফিট

৫। রান্না ঘর (Kitchen)

: (১০x১০) ফিট (আদর্শ মাপ)

৬। গোসলখানা (Bath room)

: (৫x৮) ফিট

৬২তম দিন ইন্টেরিয়র ডিজাইন বা অভ্যন্তরীন নকশায় আসবাবের আদর্শ মাপ

খাটের আদর্শ মাপ

১। নিয়মিত খাট (Regular Bed)

: ১২০ সে.মি x ৬০ সে.মি

২। বাচ্চাদের খাট (Cot Bed)

: ১৪০ সে.মি x ৭০ সে.মি

৩। সিঙ্গেল খাট (Singel Bed)

: ১৯০ সে.মি x ৯০ সে.মি

৪। ডাবল খাট (Double Bed)

: ১৯০ সে.মি x ১৪০ সে.মি

৫। কিং খাট (King Bed)

: ২০০ সে.মি x ১৫০ সে.মি

৬। সুপার কিং খাট (Super King Bed)

: ২০০ সে.মি x ১৮০ সে.মি

খাবার টেবিলের আদর্শ মাপ

১। ২ জনের টেবিল

: ২ ফিট ৪ ইঞ্চি x ২ ফিট ৬ ইঞ্চি

২। ৪ জনের জন্য টেবিল

: ২ ফিট ৪ ইঞ্চি x ৩ ফিট ২ ইঞ্চি

৩। ৬ জনের জন্য টেবিল

: ৩ ফিট ৪ ইঞ্চি x৬ ফিট ৩ ইঞ্চি

: ৩ ফিট ৪ ইঞ্চি x ৪ ফিট ৮ ইঞ্চি

৪। ৮ জনের জন্য টেবিল

: ৩ ফিট ৪ ইঞ্চি x ৬ ফিট ৮ ইঞ্চি

: ৪ ফিট ৮ ইঞ্চি x ৪ ফিট ৮ ইঞ্চি

৬৩ ও ৬৪তম দিন মি নি য়ে চা র

প্রয়োজনীয় উপকরণঃ		প্রস্তুত প্রণালীঃ
১। ফ্লোর প্ল্যান ২। কর্কশীট ৩। রং ৪। তুলি	৫। Accessories ৬। আইকা ৭। কার্পেট ৮। কর্কশীট কাটার ৯। গ্লু-গান	১। প্রথমে একটি ফ্লোর প্ল্যান, ফ্লোর প্ল্যানের ছবি বা নকশা এঁকে নিতে হবে । ২। ফ্লোর প্ল্যান অনুযায়ী মাপ নিয়ে কর্কশীটে পেন্সিল দিয়ে নকশা আঁকতে হবে । ৩। নকশা অনুযায়ী পেন্সিলের দাগ বরাবর কর্কশীট কাটার দিয়ে কেটে নিতে হবে । ৪। পরবর্তীতে আলাদা আলাদা কক্ষের জন্য আলাদা আলাদা Accessories ব্যবহার করে কক্ষগুলো সাজাতে হবে।

বসার ঘর
প্রথমে ফ্লোরে কার্পেট (দৈর্ঘ্য ১৪ সে.মি. এবং প্রস্থ ১১ সে.মি.) ব্যবহার করতে হবে। এরপর কক্ষের মাপ অনুযায়ী সোফা সেট,টিভি, সাইড কর্ণার, ঘড়ি, ফটোফ্রেম ইত্যাদি দিয়ে সাজিয়ে নিবো। রান্নাঘরের পাশ দিয়ে বসার ঘরের জায়গাটিতে ডাইনিং টেবিল, বেসিন, আয়না ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়।

বাথরুম
নিচ তলার এক কোণ দিয়ে বাথরুম তৈরি করা হবে। যেখানে বাথরুমের মাপ অনুযায়ী বেসিন, কমোড, বাথটাব, আয়না ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়।

রান্নাঘর
নিচ তলায় রান্নাঘর তৈরি করা হবে। রান্নাঘরের মাপ অনুসারে ফ্রিজ, চুলা, ওয়াল কেবিনেট, বেসিন এবং বিভিন্ন আনষাঙ্গিক জিনিসপত্র ব্যবহার করা হবে।

বেডরুম/শোবার ঘর
প্রথমে বেডরুমের ফ্লোর কার্পেট (দৈর্ঘ্য ১৯ সে.মি. এবং প্রস্থ ১২ সে.মি.) ব্যবহার করবো। পরবর্তীতে কক্ষের উচ্চতা অনুযায়ী বিছানা, কর্ণার, আলামারি, ঘড়ি, টিভি, ফটোফ্রেম ও ড্রেসিং টেবিল ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়।

৫। সর্বশেষে আলাদা আলাদা কক্ষের জন্য মানানসই রং ব্যবহার করা হবে।

৬৫ ও ৬৬ তম দিন মিনিয়েচার মডেল তৈরী

প্রয়োজনীয় উপকরণঃ

১। কর্কশীট ১ ইঞ্চি এবং ০.৫ ইঞ্চি
২। আইকা / গ্লু-গান + গ্লু-স্টিক
৩। এক্রামিন/এক্রেলিক রঙ
৪। ডেকোরেশনের সরঞ্জাম (পুতি, লেস, প্রিন্টেড পেপার, গ্লিটার, মার্কার, পাটের দড়ি, কাপড় ইত্যাদি)
৫। কর্কশীট কাটার / এন্টিকাটার
৬। ১৬ ও ২৪ নং জিআই তার (গুনা)
৭। ইলেট্রিক তার, মিনি লাইট (হার্ডওয়্যারের দোকানে পাওয়া যায়), বড় সেলের ব্যাটারি বা সকেট (অপশনাল)

তৈরী পদ্ধতিঃ

- প্রথমে যে নকশার মিনিয়েচার মডেল তৈরী হবে তা নিখুঁতভাবে গ্রাফ পেপারে একে নিতে হবে। তারপর অনুপাত ঠিক রেখে পেন্সিলের সাহায্যে ১ ইঞ্চি কর্কশীটে নকশাটি একে নিতে হবে। কর্কশীট কাটার দিয়ে বাইরের দিকের লাইন গুলো কেটে পুরো নকশাটা কেটে ফেলতে হবে। একই ভাবে মিনিয়েচারের ছাদের জন্য হুবহু একই মাপ ও নকশা কেটে নিতে হবে। উল্লেখ্য, যদি কেউ টিনের চাল বা এমন ভারী ছাদ বানাতে চায় তবে তাকে সে অনুযায়ী মোটা কর্কশীট ব্যবহার করতে হবে ।
- এবার আধা ইঞ্চি কর্কশীট থেকে অনুপাত ঠিক রেখে ১০ ফুটের সমানুপাতিক দেয়াল কাটতে হবে। যত গুলো ঘর আকা হয়েছে সে অনুযায়ী যতগুলো দেয়াল প্রয়োজন তা কেটে নিতে হবে। গ্লু-গান বা ফেভিকলের সাহয্যে দেয়াল গুলো সঠিক যায়গায় দাড় করিয়ে দিতে হবে ।
- এবার পুরো জিনিসটি রঙ করে নিতে হবে চাহিদা মত।

- এবার ছোট ছোট যা যা আমাদের নকশাটিতে প্রয়োজন, সেই জিনিসপত্র বানাতে হবে । যেমনঃ বেসিন, টেবিল, চেয়ার, কমোড, আলমারী, খাট, তাক ইত্যাদি। এসব বানিয়ে প্রথমেই সব কিছু প্রয়োজন অনুযায়ী রঙ করে নিতে হবে। এবার এঁকে এঁকে জায়গা মত গ্লু দিয়ে বসিয়ে দিতে হবে।
- এবার গুনা দিয়ে পেঁচিয়ে লাইট বানাতে হবে। কর্কশীট কেটে এসি এবং ফ্যান বানাতে হবে। এঁকে এঁকে সমস্ত ডিটেল আর ডেকেরেশন করতে হবে।
- এবার যারা চায় তারা দুই পায়ের এলইডি লাইট নিয়ে প্লাস মাইনাস দেখে তার যোগ করবে। সেই তার বড় করে ব্যাটারিতে সংযোগ দিলেই লাইট জ্বলবে।

এবার আমাদের মিনিয়েচারে মডেল রেডি। সুইচ বা ব্যাটারি দিয়ে লাইট জ্বালিয়ে দিলেই পুরো মডেল টা ফুটে উঠবে আরো সুন্দরভাবে।

৬৭ ও ৬৮তম দিন

পাটের তৈরী পাখির বাসা

প্রয়োজনীয় উপকরণঃ

১। খাতার শক্ত মলাট
২। পাটের দড়ি
৩। আইকা / আঠা
৪। পাটের চট
৫। কলম
৬। কালো রঙ
৭। কাঁচি
৮। এন্টিকাটার

পাখির বাসার উপরের অংশঃ

প্রস্তুতপ্রণালী

প্রথমে খাতার মলাটকে তিন কোনের মতো ভাজ করে ঘরের মাপে কেটে নিতে হবে এবং গ্লু দিয়ে লাগিয়ে নিতে হবে। কোন-টাকে উপর থেকে ঝুলানোর জন্য একটু দঁড়ি আঠা দিয়ে লাগিয়ে নিতে হবে। তারপর কোনের মাথার উপর থেকে শুরু করে নিচ পর্যন্ত পাটের দঁড়ি ও আঠা লাগিয়ে পুরোটাই ঢেকে দিতে হবে। সুন্দর দেখানোর জন্য সাইড দিয়ে পাকানো দঁড়ি দিয়ে আউট লাইন করে দিতে হবে।

পাখির বাসা

বোতলের উপরে বাসার উপরের অংশটা ধরে তার থেকে কিছুটা নীচে পাখির দরজা কেটে দিতে হবে। তার থেকে কিছুটা নীচে কলম গাঁথার জন্য গোল করে কেটে নিতে হবে। কলমটার মধ্যে পাটের দড়ি পেঁচিয়ে বোতলের ভিতর দিয়ে পাখিকে বসার জায়গা করে দিতে হবে। এরপর পুরো বোতলটা (কাটা দরজা বাদে) দড়ি দিয়ে মুড়িয়ে দিতে হবে। ভালো করে শুকালে বাসার উপরের অংশ গ্লু-গান দিয়ে বোতলে লাগিয়ে দিতে হবে।

পাখি

প্রথমে দড়ি কয়েক ভাজ করে সুতা দিয়ে পেঁচিয়ে পাখির মাপ দিয়ে চটের মধ্যে গ্লু-গানের মাধ্যমে পাখি কেটে নিতে হবে। এরপর পাটের দড়ি দিয়ে পেচিয়ে পাখা ও লেজ বানিয়ে পাখির গায়ে লাগিয়ে দিতে হবে। কালো রং দিয়ে পাখির চোখ আঁকতে হবে।

৬৯তম দিন
কর্কশীট ডেকোরেশন

উপকরণঃ

১। কর্কশীট
২। রং
৩। ব্রাশ
৪। কলম, পেন্সিল, স্কেল
৫। কম্পাস
৬। কর্কশীট কাটার

প্রস্তুতপ্রণালীঃ

প্রথমে কর্কশীটের উপরে পছন্দমতো নকশা (মডেল) মেপে একে নিতে হবে । কর্কশীট কাটারের সাহায্যে কর্কশীট থেকে নকশা অনুযায়ী কেটে নিতে হবে। ব্রাশের সাহায্যে পছন্দমতো রং করে নিতে হবে।

৭০তম দিন
বোতল ক্র্যাফটস

উপকরণঃ

১। কাঁচের বোতল
২। কর্কশীট
৩। টিস্যু
৪। পুঁতি
৫। দড়ি
৬। গ্লিটার
৭। আইকা+পানি
৮। রং
৯। জেল পেন
১০। স্পঞ্জ
১১। কর্কশীট কাটার
১২। তুলি
১৩। গ্লু-গান ইত্যাদি।

এই ক্লাসে আমরা বোতল দিয়ে বিভিন্ন ধরণের ডেকোরেটিভ আইটেম তৈরী করবো।

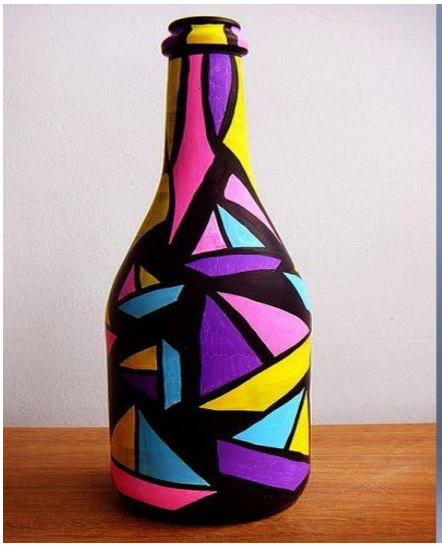

৭১তম দিন
চটের ফুল

উপকরণঃ

১ ।সাদা চট
২। সাদা দঁড়ি
৩। ১৮ ও ২৪, ২০, ১৬ নং জিআই তার (গুনা)
৪। যন্ত্রপাতি, কাটিং প্লাস, নোস প্লাস ইত্যাদি
৫। ডেকোরেশন এর জন্য চুমকি, পুঁতি, স্প্রে কালার ইত্যাদি
৬। গ্লু-গান এবং গ্লু-স্টিক, আইকা
৭। কাঁচি / এন্টি কাটার
৮। রেণু/ মনজুরি/ কটন বাড/ তুলা ইত্যাদি

চটের ফুল তৈরীর পদ্ধতিঃ

ফুলের জন্য ২৪ নাম্বার তার দিয়ে একই সাইজ করে কেটে দড়ি দিয়ে ভালো ভাবে পেচিয়ে আইকা দিয়ে লাগাতে হবে। নোস প্লাস দিয়ে চেপে ফুলের শেপ দিতে হবে। তারপর সাদা চটের উপর আইকা লাগিয়ে ফুলের পাতা গুলো লাগাতে হবে এবং কাঁচি দিয়ে পাতার বর্ডার ঘেসে কাটতে হবে। তারপর ১৮ নং তারে দড়ি দিয়ে ভালোভাবে পেচিয়ে গ্লু দিয়ে লাগাতে হবে।

- গোলাপের ক্ষেত্রে হাঁট শেপের পাতাটা হাত দিয়ে চেপে ভিতরে কলির শেপ করে দড়ি দিয়ে পেচাতে হবে। তারপর বাকি ৯টা পাতা সুন্দর মতো সেট করে দড়ি দিয়ে পেচাতে হবে। তারপর নোস প্লাস দিয়ে ফুলের নিচের অংশ চেপে দড়ি দিয়ে ভালো ভাবে পেচাতে হবে এবং গ্লু দিয়ে ভালো ভাবে লাগাতে হবে । ডেকোরেশনের জন্য কালার স্প্রে, পুঁতি, চুমকি ইত্যাদি ব্যবহার করা যাবে।
- গোলাপ ফুল করার জন্য ১০টি পাপড়ি লাগবে হাঁট শেপের।
- বিভিন্ন রকমের ফুলের জন্য ৫টি পাপড়ি দিতে হবে।
- রেণুসহ ফুল করতে চাইলে কিছু দড়ি একত্রে গুচ্ছু করে ফ্লাওয়ার স্টিকের মাথায় রেখে নোস পিন দিয়ে চাপ দিয়ে আটকাতে হবে। তারপর পাপড়ি দিয়ে খুব ভালো ভাবে দড়ি দিয়ে পেচিয়ে গ্লু দিয়ে লাগাতে হবে । এভাবে তৈরি হয়ে যাবে চটের ফুল ।

৭২ তম দিন মোজার ফুল

উপকরণঃ

১ ।ফুল তৈরির মোজা
২। রেণু
৩।কাটিং প্লাস, নোস প্লাস, ছোট প্লাস
৪। ফ্লাওয়ার টেপ
৫। ফ্লাওয়ার স্টিক
৬। ১৬, ১৮ ও ২৪ নং জিআই তার (গুনা)
৭। ফেভিকল
৮। গ্লিটার (সোনালী/রুপালী

তৈরীর পদ্ধতিঃ

প্রথমে ১৮ নং গুনা দিয়ে পাঁপড়ির আকার তৈরি করে পেঁচিয়ে নিতে হবে। তারপর যে-কোন রং-এর মোজা নিয়ে শক্ত করে পাতলা করে পেঁচিয়ে নিতে হবে। একইভাবে পাতাও তৈরি করতে হবে। এরপর প্রতিটি ফুলকে ফ্লাওয়ার টেপ দিয়ে পেঁচিয়ে নিতে হবে। পেঁচানোটা এমন হবে যেন গাছের ডালের মতো মনে হয়। ফুলের ঠিক মাঝখানে আঠা দিয়ে রেণু দিয়ে লাগাতে হবে। এভাবে প্রতিটা ফুল তৈরি করার পর আইকা এবং টেপ দিয়ে ডাল তৈরি করতে হবে। কয়েকটি ডাল তৈরি করে তোড়া বানানো হয় । ফুলের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য ফুলের মাঝখানে গ্লিটার ব্যবহার করা হয় । এভাবে মোজার ফুল তৈরি করা হয় ।

৭৩তম দিন পলিথিনের ফুল

উপকরণ

১। পলিথিন
২। জরি
৩। টিস্যু
৪। আঠা
৫। ফ্লাওয়ার টেপ
৬। সুতা
৭। কাঁচি
৮। ফ্লাওয়ার স্টিক

তৈরীর পদ্ধতিঃ

প্রথমে অল্প করে টিস্যু নিয়ে সেটাকে গোল করতে হবে। এরপর পলিথিন সাইজ অনুযায়ী কেটে নিতে হবে । পলিথিনের ভেতর টিস্যু ঢুকিয়ে গোল শেপ করে সেটাকে সুতা দিয়ে বেঁধে দিতে হবে। এরপর পলিথিনের সবদিকে আঠা লাগিয়ে জরি লাগাতে হবে। একটি ফ্লাওয়ার স্টিক নিয়ে সেটাতে ফুল গুলো টেপ দিয়ে লাগিয়ে দিতে হবে। এভাবে তৈরি হয়ে যাবে পলিথিনের ফুল। এছাড়াও আরও বিভিন্ন পদ্ধতিতে পলিথিনের ফুল তৈরী করা যায়। এই ক্লাসে আমরা সেগুলো নিয়েও আলোচনা করবো।

৭৪তম দিন গ্লাস পেইন্ট এবং ফোম শীটের ফুল গ্লাস পেইন্ট (১):

উপকরণঃ

১। গ্লাস
২। গ্লাস পেইন্ট রং
৩। বাধাই করার জন্য ফ্রেম

তৈরী পদ্ধতিঃ

প্রথমে গ্লাসে যে কোনো ধরনের নকশা আউটলাইনার দিয়ে একে নিতে হবে। এরপর গ্লাস পেইন্টের রং দিয়ে কালার করে নিতে হবে। তারপর গ্লাস পেইন্ট বাধাই করতে হবে। তৈরি হয়ে গেলো গ্লাস পেইন্ট।

গ্লাস পেইন্ট (২):

উপকরণঃ

১। কাঁচের গ্লাস
২। গ্লাস পেইন্ট
৩। আউট লাইনার

প্রস্তুত প্রণালীঃ

প্রথমে একটি স্বচ্ছ পাতলা কাঁচের গ্লাস নিয়ে তাতে আউট লাইনার দিয়ে একটি নকশা এঁকে নিতে হবে। তারপর আউটলাইনার শুকানো পযর্ন্ত অপেক্ষা করতে হব। আউটলাইনার শুকিয়ে গেলে এত পছন্দমত কালার পেইন্ট দিয়ে কালার করে নিতে হবে। উদাহরণস্বরুপ কোন একটি ফুলের নকশা করলে ফুলটির পাঁপড়িগুলো লাল রঙ করে নিতে হবে এবং পাতাগুলো সবুজ রং করে নিতে হবে। তারপর কালারটি শুকানো পযর্ন্ত অপেক্ষা করতে হবে । সাধারণতঃ গ্লাস পেইন্টটি আমরা স্বচ্ছ পাতলা কাঁচ, কাঁচের জার, টমেটো সসের বোতল ইত্যাদি-এর উপর করতে পারি।

ফোম শীটের ফুলঃ

উপকরণঃ

১। বিভিন্ন রঙের ফোম সিট ২। ফ্লাওয়ার স্টিক ৩। গ্লু-গান ৪। প্রষ্টেল কালার ৫। কাঁচি ৬। আয়রন মেসিন ৭। কাগজ

তৈরীর পদ্ধতিঃ

প্রথমে একটি কাগজ ভাজ করে ফুলের আকারে কাঁচি দিয়ে কেটে নিতে হবে। এর পরে সেই কাটা ফুল আকৃতির কাগজটা ফোম শীটের উপর রেখে ফোমের ফুল কেটে নিতে হবে । ইচ্ছে হলে ফুলগুলোকে প্রষ্টেল রঙ দিয়ে কালার করতে পারি। এরপর একটি আয়রন মেশিন গরম করে নিতে হবে। তারপরে ফোম শীটের কাটা ফুলটা সেই গরম আয়রন মেশিনের উপর কিছুক্ষণ ধরে রাখতে হবে। এরপর আমরা দেখবো যে, গরমের তাপে ফোম শীটটি কিছুটা কুচকিয়ে পাতার আকার নিবে। এরপর একটি ফ্লাওয়ার স্টিক নিয়ে তার এর এক প্রান্ত একটু বাকা করে ফোমের ফুলটা গ্লু-গান দিয়ে আটকিয়ে দিতে হবে। এইভাবে সবগুলো ফুল তৈরী করতে হবে।

এছাড়াও আরও বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে ফোম শীট দিয়ে বিভিন্ন ডেকোরেটিভ আইটেম বানানো যায়। এই ক্লাসে আমরা সেগুলো নিয়েও আলোচনা করবো।

৭৫তম দিন টিস্যুর ফুল

উপকরণঃ

১। টিস্যু ২। ফেভিকল/আইকা ৩। রং ৪। কাঁচি

টিস্যুর ফুল তৈরীর পদ্ধতিঃ

প্রথমে একটি করে টিস্যু নিয়ে চার কোনা ভাজ করতে হবে । এরপর কোনাকোনি ভাজ করতে হবে। এরপর ফুলের আকৃতি করে কাঁচি দিয়ে কাটতে হবে । এরপর অনেক গুলো ফুল কেটে নিতে হবে । এরপরে টিস্যুর ফুলগুলো ব্যবহার করে বিভিন্ন রকম আইটেম তৈরী করতে পারবো।

৭৬তম দিন আয়না

উপকরণঃ

১। পিচবোর্ড ২। কাঠের গুঁড়ো ৩। রং ৪। গ্লু স্টিক ৫। পাটের বেণী ৬। পাটের পাঁপড়ি ৭। আয়না ৮। দড়ি ৯। কাঁচি ১০। আইকা আঠা

আয়না তৈরীর পদ্ধতিঃ

প্রথমে পিচবোর্ডটি একই পরিমাপে গোল করে দুই পিস কেটে নিতে হবে । এরপর পাটের দঁড়ি দিয়ে বেনি করে নিতে হবে যাতে করে আয়নাটি দেয়ালে টাঙ্গিয়ে রাখা যায় । এখন এক পিস পিচবোর্ডের চারপাশে আইকা আঠা লাগিয়ে পাটের দঁড়ি দিয়ে বানানো হ্যান্ডেলটি আঠা দিয়ে লাগিয়ে দিতে হবে। এরপর অন্য পিচবোর্ডটিতে আঠা লাগিয়ে উপরে দিতে হবেএবং কিছুক্ষণ চেপে ধরে রাখতে হবে। এরপর পাটের পাপড়ি দিয়ে দুই / তিন লেয়ার করে সামঞ্জস্য রেখে আইকা আঠা দিয়ে বোর্ডের চারপাশে লাগিয়ে দিতে হবে। তারপর একটি এক লেয়ারের পাটের বেনুনি দিয়ে বর্ডার লাইন করে দিতে হবে। এরপর কাঠের গুঁড়ো গুলো কিছু অংশ ছোট এবং কিছু অংশ বড় করে কাঁচি দিয়ে কেটে নিতে হবে। প্রথমে বড় অংশ এবং পরে ছোট কাঠের গুঁড়ার অংশগুলোকে আইকা দিয়ে আয়নার চারপাশে লাগিয়ে নিতে হবে। তারপর দুটো পাটের বেনুনি দিয়ে গোল করে দুটো লাইন তৈরি করে দিতে হবে। এরপর রংয়ের স্প্রে দিয়ে প্রথমে পাটের পাঁপড়িগুলোকে রুপালি রং এবং এরপরে কাঠের গুঁড়ো গুলোকে সোনালী রং করে নিতে হবে। তারপর আয়নাটি আঠা দিয়ে চেপে লাগিয়ে নিতে হবে। যতক্ষণ আয়নাটি ভালো করে না লাগে ততক্ষণ আস্তে আস্তে চেপে ধরে রাখতে হবে।

এছাড়াও এই ক্লাসে আমরা আরও বিভিন্ন উপায়ে আয়না ডেকোরেশন সম্পর্কে আলোচনা করবো।

৭৭তম দিন চটের টেবিল রানার ও ওয়াল হ্যাং

চটের টেবিল রানারঃ

উপকরণঃ

১। বিভিন্ন রং-এর চট ২। ব্লকের রং/ এক্রেলিক রং ৩। তুলি ও ব্রাশ ৪। সুই, সুতা, উল ৫। সুতি কাপড় ৬। পেন্সিল

তৈরীর পদ্ধতিঃ

টেবিল রানার বানানোর জন্য যে সাইজের বানাবো প্রথেম সেই মাপ অনুযায়ী চট কাটবো । টেবিল রানার বানানোর জন্য ১টি বড় রানার ও ৬টি ছোট রানার কাটতে হবে। তারপর ইচ্ছা অনুযায়ী পেন্সিল দিয়ে নকশা আঁকতে হবে। তাতে ব্লক রং দিয়ে রং করতে হবে। অথবা সেলাই করাতে হবে। আঁকার পরে চারপাশে ৩ ইঞ্চি সুতি কাপড় দিয়ে মেশিনে সেলাই দিয়ে পাইপিন করতে হবে ।

চটের ওয়াল হ্যাংঃ

উপকরণঃ

১। চট ২। সুতি কাপড় ৩। তুলি ও ব্রাস ৪। সুতা ৫। রং ৬। কাঁচি ৭। পেন্সিল

তৈরীর পদ্ধতিঃ

ওয়ার হ্যাং বানানোর জন্য যে সাইজের বানাবো প্রথমেই সে অনুযায়ী চট কাটতে হবে। ওয়াল হ্যাং বানানোর জন্য প্রথমে ১টি বড় মাপের চট লম্বা সাইজ করে কেটে নিতে হবে। তারপর ওয়াল

হ্যাং এর জন্য ছোট সাইজের ৩টি পকেট চারকোনা সমান সাইজ করে কেটে নিতে হবে। বড় মাপের যে চটটি কাটা হয়েছে, সেটির চারপাশে কালো কাপড় দিয়ে পাইপিন করে নিতে হবে। তারপর যে ৩টি পকেট কাটা হয়েছে সেগুলোরও চারপাশ পাইপিন করে নিতে হবে। পাইপিন করার জন্য ২ ইঞ্চি কাপড় কেটে মেশিনে সেলাই করতে হবে। লম্বা চটের মধ্যে ২-৩ ইঞ্চি জায়গা রেখে পকেট ৩টি বসাতে হবে। তারপর ওয়ালে ঝুলিয়ে রাখর জন্য একটি মোটা হেন্ডেল বানিয়ে মাঝখান থেকে মাপ নিয়ে সেলাই করতে হবে। বানানের শেষে ইচ্ছে অনুযায়ী পেন্সিল দিয়ে নকশা আঁকতে হবে। তারপর তাতে ব্লক রং দিয়ে রং করতে হবে।

৭৮তম দিন ডেকোরেশন কুশন কভার

উপকরণঃ

১। মখমলের কাপড় ২। ফাইবার তুলা ৩। সুঁই ও সুতা ৪। সেলাই মেশিন

তৈরির পদ্ধতিঃ

গোলাপঃ

প্রথমে কাপড় চার ভাঁজ করে লম্বায় সাড়ে ৭ ইঞ্চি ও পাশে সাড়ে ৬ ইঞ্চি করে কাটতে হবে গোলাকার আকৃতির মত। পাঁপড়ির জন্য আবার লম্বায় সাড়ে ৬ ইঞ্চি ও সাড়ে ৫ ইঞ্চি করে কেটে নিতে হবে এবং আরেকটি পাঁপড়ির জন্য লম্বায় ৫ ইঞ্চি ও পাশে ৪ ইঞ্চি নিয়ে কাটতে হবে। পাতা পেন্সিল দিয়ে আর্ট করে কেটে নিতে হবে। মাঝখানে পাঁপড়ির জন্য জিগজ্যাগ আকারে পেন্সিল দিয়ে আর্ট করে কেটে নিতে হবে। পাঁপড়িগুলো লাভের আকৃতি করে কেটে নিয়ে সেলাই করে অল্প একটু ফাঁক রেখে ফাইবার তুলা ভরে সুঁই দিয়ে সেলাই করতে হবে। মাঝখানের পাঁপড়ির জন্য একই নিয়ম অনুসরণ করতে হবে। পাতাগুলো সেলাই করে একটু ফাঁক রেখে ফাইবার তুলা ভরে সেলাই করতে হবে।

স্ট্রবেরিঃ

কাপড় চার ভাঁজ করে লাম্বায় ২.৫ ইঞ্চি ও পাশে ২.৫ ইঞ্চি নিতে হবে। ভিতরের কাপড় ও পাতার কোন মাপ নেই। কাপড়গুলো গোল আকৃতি করে চার পাশে রানফোঁড় দিয়ে ফাইবার তুলা দিয়ে সেলাই করতে হবে। ডালেরও কোন মাপ নেই। গোল আকৃতির কাপড়গুলো ভিতরের কাপড়ের উপর বসিয়ে সুঁই ও সুতা দিয়ে সেলাই করতে হবে ও পাতা বসিয়ে দিতে হবে।

৭৯ তম দিন পরীক্ষা (লিখিত)

৮০ তম দিন পরীক্ষা (ব্যবহারিক)